বিশেষ সংখ্যা

আহ্বান ও মে দিবস

প্রকাশনার ৮৬ বছর

সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী

সংখ্যা : ১৩ ২৬ এপ্রিল - ২ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

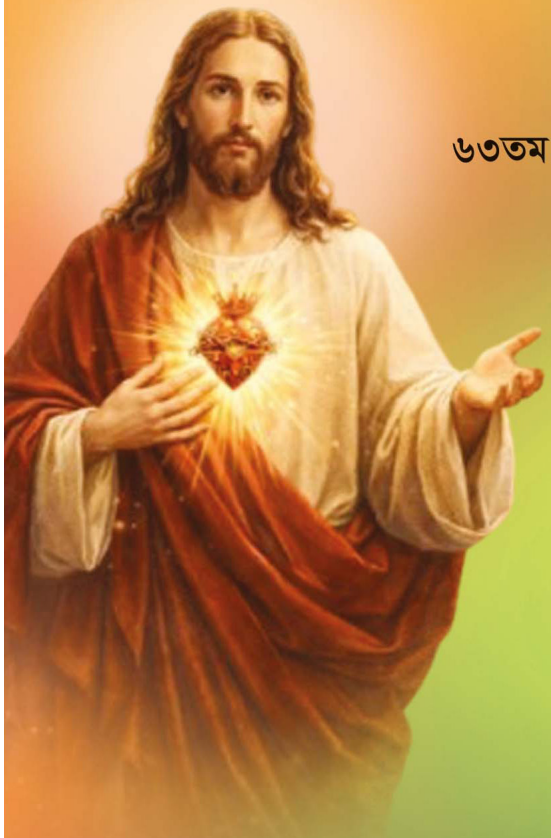

৬৩তম বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও'র বাণী

ঐশ আহ্বানের গভীর স্বরূপ উন্মোচন

সাধু যোসেফ: ঐশ পরিকল্পায় একজন প্রেরণকর্মী

নতুন ধর্মপ্রদেশ জয়পুরহাটের প্রথম বিশপ মনোনীত হলেন ফাদার পল গমেজ

যাজকীয় আহ্বান ঈশ্বরের আশীর্বাদ

আহ্বানে সাড়া দান হলো ঐশ কৃপার ফল

এস.এস.সি (SSC) পরীক্ষার্থী ভাইদের প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা

প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা,

তোমাদের সকলের জন্য প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা রইল। আশা ও প্রার্থনা করি প্রভু যিশুর আশীর্বাদে ভালো আছ ও এস.এস.সি পরীক্ষার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছো।

তোমরা যারা এইবার এস.এস.সি পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ, তোমাদেরকে SSC পরীক্ষার পর 'Come and See' প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সমাজ বা Holy Cross Brother-দের জীবন অভিজ্ঞতা করার মধ্য দিয়ে ব্রাদারদের এই সন্ন্যাসব্রতী জীবন সম্পর্কে জানবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই প্রোগ্রামে যোগ দিয়ে তুমি ব্রাদারদের জীবন অভিজ্ঞতা করার পাশাপাশি নিজের জীবনকে নিয়ে আরো গভীর ভাবে চিন্তা করতে পারো।

একজন ব্রাদার হয়ে তুমি যিশুর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারো এবং যিশুর একজন শিষ্য হয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীতে সেবা দিতে পারো। একজন সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার হয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীতে শিক্ষা-সেবার ব্রত গ্রহণ করে তুমি তোমার জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে সাজাতে পারো।

প্রতিদিন মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করো এবং নিয়মিত প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করো। তোমাদের সবার প্রতি রইলো অনেক অনেক শুভকামনা।

ধন্যবাদান্তে-

ব্রাদার শৈলেন জাখারিয়াস রোজারিও, সিএসসি
মোবাইল: ০১৭৯২-১১৫০৭৭

যোগাযোগের ঠিকানা

পরিচালক: পবিত্র ক্রুশ জ্ঞান তপস্যালয় ৯৭, আসাদ অ্যাভিনিউ মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ মোবাইল: ০১৮১৭-২৭৬৭৭৩	**আহ্বান পরিচালক:** পবিত্র ক্রুশ প্রার্থী গৃহ ১৬, মুনির হোসেন লেন নারিন্দা, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৭৯২-১১৫০৭৭ ০১৬১৬-০৪২৩১৯	**পরিচালক:** পবিত্র ক্রুশ কিশোরালয় গ্রাম ও ডাকঘর: নাগরী কালিগঞ্জ, গাজীপুর-১৪৬৩ মোবাইল: ০১৯৪০-২৮২৯৫৩	**পরিচালক:** পবিত্র ক্রুশ কিশোরালয় গ্রাম ও ডাকঘর: বড়বনগ্রাম কুচপাড়া, রাজশাহী মোবাইল: ০১৯৫৬-১৩৬২২৯

বিজ্ঞ/৮৪/২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ১৩
২৬ এপ্রিল - ০২ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
১৩ বৈশাখ - ১৯ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

উত্তম মেষপালকের আদর্শ অনুশীলিত হোক ধর্মীয় জীবনব্রতীদের জীবনে

পুনরুত্থানকালের চতুর্থ রবিবার 'উত্তম মেষপালকের রবিবার' এবং ৬৩তম বিশ্ব আহ্বান দিবস আমাদের সামনে এক গভীর আধ্যাত্মিক সত্য উন্মোচন করে: মানবজীবনের অন্তঃস্থলে ঈশ্বরের দেওয়া এক অনন্য আহ্বান ক্রমাগত জাগ্রত থাকে। পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও'র বাণী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, এই আহ্বান কোনো বাহ্যিক আরোপ নয়; এটি ঈশ্বরের এক পরম অনুগ্রহ, যা মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রস্ফুটিত হয় এবং উত্তম মেষপালক যিশুর স্নেহময় নেতৃত্বে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

যিশু নিজেকে "উত্তম মেষপালক" হিসেবে পরিচয় দেন–যিনি তাঁর মেষদের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দেন। এই আত্মত্যাগী প্রেমই খ্রিস্টীয় আহ্বানের কেন্দ্রবিন্দু। ধর্মীয় আহ্বান মানে কেবল একটি ধর্মীয় পরিচয় নয়; বরং এটি যিশুর জীবনে অংশগ্রহণ, তাঁর সৌন্দর্যকে ধারণ করা এবং সেই সৌন্দর্যকে বিশ্বে বিকিরণ করা। এই সৌন্দর্য বাহ্যিক নয়–এটি অন্তরের রূপান্তরের ফল, যা প্রার্থনা, নীরবতা ও ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

এই প্রেক্ষাপটে অন্তর্জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। সাধু আগস্টিনের অভিজ্ঞতার মতোই, মানুষ যখন নিজের অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করে, তখনই সে জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায়। আজকের ব্যস্ত ও কোলাহলপূর্ণ পৃথিবীতে তরুণ-তরুণীদের জন্য এই নীরব অন্তরযাত্রা অপরিহার্য। কারণ ধর্মীয় জীবন আহ্বানকে শোনা যায় না উচ্চ শব্দে; তা শোনা যায় নীরবতায়, প্রার্থনায়, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর সংলাপে।

আহ্বান কখনো একক নয়; এটি মণ্ডলীর মধ্যে লালিত ও বিকশিত হয়। পরিবার, ধর্মপল্লী, ধর্মসংঘ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান - সবাই মিলে এই আহ্বানের বীজতলা প্রস্তুত করে। পরিবার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানেই প্রথম বিশ্বাসের শিক্ষা, প্রার্থনার অভ্যাস এবং আত্মত্যাগের মনোভাব গড়ে ওঠে। আবার একই সঙ্গে আহ্বান একটি ত্যাগের পথ - যেখানে পারিবারিক আসক্তি ছাড়িয়ে ঈশ্বরের বৃহত্তর পরিকল্পনায় নিজেকে সঁপে দিতে হয়।

বাংলাদেশের নব-অভিষিক্ত যাজকদের জীবনকথা এই সত্যের জীবন্ত সাক্ষ্য। ফাদার মিঠুন মাথিয়াস এক্কা থেকে শুরু করে ফাদার রূপক আইজ্যাক রোজারিও, ফাদার থিওটোনিয়াস সনেট কস্তা, ফাদার শাওন আন্তনী রোজারিও কিংবা ফাদার নয়ন যোসেফ গমেজ অথবা ফাদার যেরুম সুটিং সিএসসি - সবার জীবনেই আমরা দেখি একটি কমন ফ্যাক্টর: প্রার্থনাময় পরিবার, সংগ্রামের মধ্যেও অটল বিশ্বাস, এবং ঈশ্বরের ডাকে উদার সাড়া। তাদের প্রত্যেকের যাত্রা আলাদা হলেও, লক্ষ্য এক- মানবসেবায় নিজেদের সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা।

আহ্বান জীবনের আরেকটি মৌলিক দিক হলো অনুগ্রহ। এটি মানুষের যোগ্যতার ফল নয়; বরং ঈশ্বরের দান। এই দান গ্রহণ করতে হলে প্রয়োজন হৃদয়ের পরিবর্তন। যিশুর আহ্বানে সাড়া দেওয়া মানে প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নেওয়া, নিজের দুর্বলতাকে ঈশ্বরের দয়ার সঙ্গে যুক্ত করা, এবং সেবার মাধ্যমে সেই প্রেমকে বাস্তবে রূপ দেওয়া। এই ধর্মীয় জীবন আহ্বানের পথ সহজ নয়; এতে রয়েছে অনিশ্চয়তা, ত্যাগ এবং অনেক সময় অন্ধকার। কিন্তু শ্রমিক সাধু যোসেফের মতো ঈশ্বরে আস্থা রেখে পরিশ্রম করে গেলে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।

আহ্বান কোনো স্থির অবস্থা নয়; এটি এক চলমান যাত্রা। যিশুর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক, পবিত্র আত্মার প্রেরণা, এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এই আহ্বান ধীরে ধীরে পরিপক্কতা পায়। তবে, ধর্মীয় জীবন আহ্বানে সাড়া দেওয়া মানে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ-যিশুর চরণে নিজের জীবন উৎসর্গ করা। এটি ব্যক্তিগত পবিত্রতা ও পরিত্রাণের সাথে সাথে সমাজে আলো জ্বালানোর জন্য প্রয়োজন। যাজকীয় জীবন, ব্রতীয় জীবন বা বিবাহিত জীবন- সকল পথই, প্রতিটি আহ্বানই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের একটি মাধ্যম।

আজকের এই বিশ্ব আহ্বান দিবসে আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক আহ্বান - আমরা যেন নীরব হই, একটু থামি, শুনি, এবং ঈশ্বরের কণ্ঠকে গ্রহণ করি। বিশেষ করে তরুণ-যুবদের জন্য এই বার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যায় তখনই, যখন আমরা উত্তম মেষপালক যিশুর আহ্বানে সাড়া দিই। †

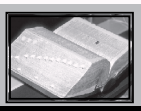

তারা সকলে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা পাবে। (যোহন ৬:৪৫)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

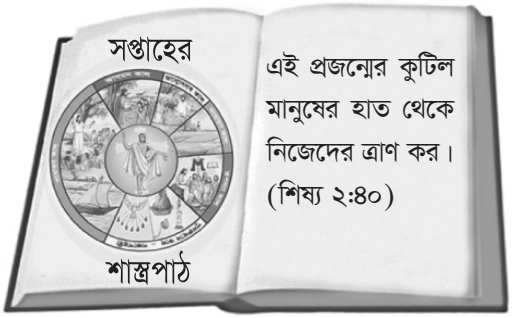

এই প্রজন্মের কুটিল মানুষের হাত থেকে নিজেদের ত্রাণ কর। (শিষ্য ২:৪০)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৬ এপ্রিল - ০২ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

২৬ এপ্রিল, রবিবার
পুনরুত্থানকালের ৪র্থ রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
উত্তম মেষপালক রবিবার। বিশ্ব আহ্বান দিবস
শিষ্য ২: ১৪, ৩৬-৪১, সাম ২৩: ১-৬, ১ পিত ২: ২০-২৫, যোহন ১০: ১-১০

২৭ এপ্রিল, সোমবার
পুনরুত্থানকালের ৪র্থ রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
শিষ্য ১১: ১-১৮, সাম ৪২: ১-২, ৪৩: ৩-৪, যোহন ১০: ১-১০ অথবা ১০: ১১-১৮

২৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার
পুনরুত্থানকালের ৪র্থ রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
সাধু পিতর শালেন, যাজক ও সাক্ষ্যমর, সাধু লুই গ্রিগ্রিয়োঁ দ্য মঁফোর্ট, যাজক
শিষ্য ১১: ১৯-২৬, সাম ৮৭: ১-৭, যোহন ১০: ২২-৩০

২৯ এপ্রিল, বুধবার
পুনরুত্থানকালের ৪র্থ রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
সিয়েনার সাধ্বী কাথারিনা, কুমারী ও আচার্য, স্মরণ দিবস
শিষ্য ১২: ২৪ -- ১৩: ৫, সাম ৬৭: ১-২, ৪-৫, ৭, যোহন ১২: ৪৪-৫০

৩০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার
পুনরুত্থানকালের ৪র্থ রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
সাধু ৫ম পিউস, পোপ
শিষ্য ১৩: ১৩-২৫, সাম ৮৯: ১-২, ২০-২১, ২৪, ২৬, যোহন ১৩: ১৬-২০

০১ মে, শুক্রবার
পুনরুত্থানকালের ৪র্থ রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
আদর্শ শ্রমিক সাধু যোসেফ
শিষ্য ১৩: ২৬-৩৩, সাম ২: ৬-১১, যোহন ১৪: ১-৬ *অথবা সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান* আদি ১: ২৬ -- ২: ৩ অথবা কল ৩: ১৪-১৫, ১৭, ২৩-২৪, সাম ৯০: ২-৩, ১২-১৪, ১৬, মথি ১৩: ৫৪-৫৮

০২ মে, শনিবার
পুনরুত্থানকালের ৪র্থ রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
সাধু আথানাসিউস, বিশপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস
শিষ্য ১৩: ৪৪-৫২, সাম ৯৮: ১-৪, যোহন ১৪: ৭-১৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৬ এপ্রিল, রবিবার
+ ১৯৩৩ সি. এম. মাউরুস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৮ ব্রা. এটিয়েন টার্ডি, সিএসসি
+ ১৯৯৫ সি. ওডিলিয়া লেগোল্ট, সিএসসি
+ ২০০৪ সি. গাব্রিয়েলা কুজুর, সিআইসি (দিনাজপুর)

২৭ এপ্রিল, সোমবার
+ ১৯৯৫ সি. মেরী তেরেজা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

২৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৫ ব্রা. কন্সটান্ট, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৯ এপ্রিল, বুধবার
+ ১৯৭৮ বিশপ দান্তে বাত্তালিয়েরিন, এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৮৮ ফা. আলবার্ট ব্লো, সিএসসি
+ ২০০০ ফা. আমাতরে আর্তিকো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৯ ফা. আন্তন মুর্মু (রাজশাহী)

৩০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার
+ ২০২১ সি. মিরিয়াম, এসএমআরএ (ঢাকা)

০১ মে, শুক্রবার
+ ১৯৭০ ফা. যোসেফ সেন্ট মার্টিন, সিএসসি
+ ২০২৩ সি. মেরী শীলা, এসএমআরএ

০২ মে, শনিবার
+ ১৯৪৫ ফা. বি. ভালেন্টিনো বেলজেরি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৪৬ সি. ইউলালি মাঁসো, সিএসসি

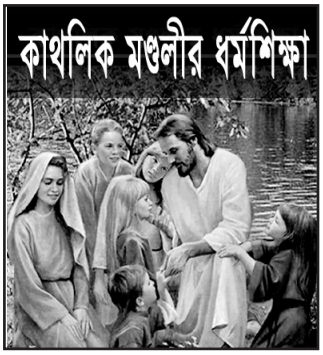

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২১৫১ মিথ্যা শপথ প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য পালন করা। স্রষ্টা এবং প্রভু হিসেবে ঈশ্বরই সকল সত্যের মানদণ্ড। ঈশ্বর যিনি নিজেই সত্যস্বরূপ, মানবিক উক্তি তাঁর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণও হতে পারে, আবার তার বিপরীতও হতে পারে। শপথ যদি সত্য ও বিধিসম্মত হয়, তবে তা ঈশ্বরের সত্য এবং মানুষের কথার মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে মিথ্যা শপথ ঈশ্বরকে একটি মিথ্যার সাক্ষী হতে আহ্বান জানায়।

২১৫২ কোন মানুষ যখন পালন না-করার উদ্দেশ্য নিয়ে শপথ করে, অথবা শপথ করার পর তা পালন না করে, তখন সে শপথ ভঙ্গ করার অপরাধ করে। শপথ ভঙ্গ করার অপরাধ হচ্ছে সকল বাক্‌শক্তির প্রভু যিনি, তার প্রতি শ্রদ্ধার দারুন অভাব। কোন মন্দ কাজ করার শপথ নেওয়ার অর্থ হচ্ছে ঐশ্ব-নামের পবিত্রতার বিরোধিতা করা।

২১৫৩ পর্বতের উপরে প্রদত্ত উপদেশে যীশু দ্বিতীয় আজ্ঞা ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে: "তোমরা শুনেছ, প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে কথা বলা হয়েছিল, 'তুমি মিথ্যা শপথ করবে না; কিন্তু প্রভুর কাছে তোমার শপথ সকল রক্ষা কর।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি কোন শপথ করো না... তোমাদের কথা এ–ই হোক: হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না; এর অতিরিক্ত যা, তা সেই ধূর্তজন থেকেই আগত।" যীশু শিক্ষা দেন যে, প্রত্যেক শপথের সঙ্গে যীশুর বিষয় জড়িত, কিন্তু ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং তাঁর সত্য সব কথাবার্তায়ই সম্মানিত হওয়া উচিত। বিচক্ষণতার সঙ্গে ঈশ্বরকে ডাকার অর্থ হচ্ছে তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ সম্মানজনক সচেতনতা। আমাদের সকল উক্তি হয় সেই সচেনতার সাক্ষী, নতুবা উপহাস।

২১৫৪ সাধু পলের শিক্ষা অনুসারে ক'রে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরম্পরাগত শিক্ষা যীশুর কথা ব্যাখ্যা করেছে এই বলে যে, গুরুতর এবং ন্যায়সঙ্গত কারণে শপথ নেওয়া যায় (উদাহরণস্বরূপ, আদালতে)। "সত্য ও ন্যায়বিচার ছাড়া সত্যের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে ঈশ্বরের নামে শপথ করা যায় না"

২১৫৫ ঐশ নামের পবিত্রতা দাবি করে আমার যেন সামান্য ব্যাপারে সেই নাম ব্যবহার না করি, অথবা এমন পরিস্থিতির উপর ভিত্তি ক'রে শপথ না করি যার মধ্যে কোন কর্তৃপক্ষের অন্যায় দাবির সমর্থন থাকা সম্ভব। অবৈধ নাগরিক কর্তৃপক্ষ যখন শপথ দাবি করে, তখন তা প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। আর ঐ শপথ যখন ব্যাক্তির মর্যাদা বা মাণ্ডলিক ঐক্যের পরিপন্থী হয় তখন তা পালন করতে অবশ্যই অস্বীকার করতে হবে।

(গ) খ্রীষ্টান নাম

২১৫৬ "পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামের উদ্দেশে" দীক্ষাস্নান সংস্কার দেওয়া হয়। দীক্ষাস্নানে প্রভুর নাম মানুষকে পবিত্র করে তোলে এবং ভক্তবিশ্বাসী খ্রীষ্টমন্ডলীতে তার নাম গ্রহণ করে। সে নাম হতে পারে কোন সাধু-সাধ্বীর নাম, অর্থাৎ যিনি প্রভুর এমন একজন শিষ্য ছিলেন যিনি প্রভুর বিশ্বস্ত থেকে আদর্শ জীবন যাপন করেছিলেন। এভাবে প্রতিপালক সাধু-সাধ্বী ভালবাসার এক মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠেন। আমরা তাঁর মধ্যস্থতার নিশ্চয়তা লাভ করি। দীক্ষাস্নানে গৃহীত নাম খ্রীষ্টীয় রহস্য বা খ্রীষ্টীয় গুণের প্রকাশ ঘটাতে পারে। "মা–বাবা, ধর্ম পিতামাতা এবং পালকদের দেখতে হবে যেন কাউকে এমন কোন নাম না দেয়া হয় যা খ্রীষ্টীয় মন-মানসিকতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বা অপরিচিত।

২১৫৭ "পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে, আমানে" এই কথা ব'লে ক্রুশচিহ্ন দ্বারা একজন খ্রীষ্টভক্ত তার দিন, প্রার্থনা ও কাজ আরম্ভ করে। দীক্ষাস্নাত ব্যাক্তি দিনটি উৎসর্গ করে ঈশ্বরের গৌরবার্থে এবং সে মুক্তিদাতার আশীর্বাদ কামনা করে যাতে সে পিতার সন্তানের ন্যায় আত্মার প্রেরণা নিয়ে কাজ করতে পারে। প্রলোভন ও সমস্যা-সংকটে ক্রুশের চিহ্ন আমাদের শক্তি যোগায়।

৬৩তম বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও'র বাণী

ঐশ আহ্বানের গভীর স্বরূপ উন্মোচন

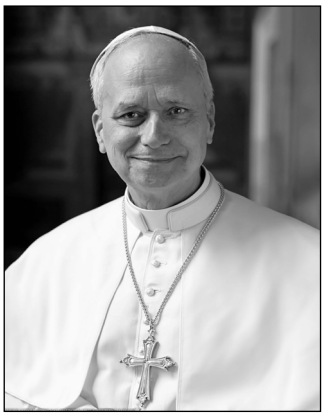

প্রিয় ভাই-বোনেরা, স্নেহের তরুণ-তরুণীরা,

পুনরুত্থিত যিশুর দ্বারা চালিত ও সুরক্ষিত হয়ে আমরা উদ্‌যাপন করছি পুনরুত্থানকালের চতুর্থ রবিবার অর্থাৎ "উত্তম মেষপালকের রবিবার" এবং একই সাথে পালন করছি ৬৩তম বিশ্ব আহ্বান দিবস। এটি এমন এক কৃপাময় মুহূর্ত যখন আমরা শরীক হই ঐশ আহ্বানের গভীর স্বরূপ-ধ্যানে, যে আহ্বান হলো আমাদের হৃদয় গভীরে প্রস্ফুটিত ঈশ্বরের দেয়া এক বিনামূল্য উপহার। আসুন, একসাথে উদ্‌ঘাটন করি জীবনের সত্যিকারের সুন্দর সেই পথটি, যে পথে মেষপালক যিশু নিজেই আমাদের পরিচালন করেন।

সৌন্দর্যের পথ: যোহনের মঙ্গলসমাচারে যিশু নিজেকে "উত্তম মেষপালক" (ὁ ποιμὴν ὁ καλός) রূপে বর্ণনা করেন *(যো ১:১১)*। এই বর্ণনা সেই মেষপালকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যিনি পরিপূর্ণ, খাঁটি বা প্রকৃত এবং অনুকরণীয়/আদর্শ, যেহেতু তিনি তাঁর মেষদের জন্য আপন জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এভাবে তিনি ঈশ্বরের ভালোবাসাকেই প্রকাশ করেন। তিনি সেই মেষপালক যিনি নিজের দিকে আমাদের টেনে নেন, যাঁর চাহনি প্রকাশ করে যে জীবন সত্যিই সুন্দর যখন একজন তাঁর অনুসরণ করে। এই সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার জন্যে কেবল মানস চক্ষু কিংবা নান্দনিক অনুভূতিই যথেষ্ট নয়; বরং প্রয়োজন গভীর ধ্যান ও অন্তর্মূখী যাত্রা। কেবল যিনি থামেন, শোনেন, প্রার্থনা করেন এবং মেষপালকের স্থির দৃষ্টিকে স্বাগত জানান, তিনিই আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারেন: "আমি তাঁকে বিশ্বাস করি; তাঁর সঙ্গে জীবন সত্যিই সুন্দর হতে পারে। আমি এই সুন্দরের পথেই চলতে চাই।" সবচেয়ে অসাধারণ বিষয় হলো, তাঁর শিষ্য হওয়ার মাধ্যমে একজন সত্যিই "সুন্দর" হয়ে উঠে; তাঁর সৌন্দর্য আমাদেরকে রূপান্তরিত করে। ঐশতত্ত্ববিদ পাভেল ফ্লোরেন্স্কি যেমন লিখেছেন, তপস্যা কেবল একজন "উত্তম" ব্যক্তি তৈরি করে না, বরং একজন "সুন্দর" ব্যক্তি তৈরি করে। প্রকৃতপক্ষে সদগুণের চেয়েও, একজন সাধু বা সাধ্বীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল খ্রিস্টেতে নিহিত তাঁর জীবন থেকে বিকীর্ণ উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য। এইভাবে, খ্রিস্টীয় আহ্বান তার সমস্ত গভীরতায় প্রকাশ পায়— যিশুর জীবনে অংশগ্রহণ হিসেবে, তাঁর প্রেরণকর্মে অংশীদার হয়ে এবং তাঁর সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করে।

জীবন, বিশ্বাস ও অর্থের এই অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা সাধু আগস্টিনের জীবনেও ছিল। তাঁর লেখা 'স্বীকারোক্তি'-এর তৃতীয় খণ্ডে, নিজের যৌবনের পাপ ও ভুল স্বীকার করতে গিয়ে তিনি ঈশ্বরকে "আমার অন্তরের অন্তরতমেরও অধিক অন্তরস্থ" বলে চিনতে পারেন। আত্ম-জ্ঞান অর্জনের চাইতেও আগস্টিন সেই ঐশরিক আলোর সৌন্দর্য আরও বেশি আবিষ্কার করেন যা অন্ধকারে তাকে পথ দেখায়। নিজের আত্মার গভীরতম স্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করে তিনি বুঝতে পারেন, অন্তরজীবনের যত্ন নেওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে খ্রিস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে এবং যেখানে আমরা নিজের জীবনে ঈশ্বরের সৌন্দর্য ও মঙ্গলময়তা অনুভব করতে পারি।

এই সম্পর্ক প্রার্থনা ও নীরবতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা চর্চা করলে আমরা আহ্বানের দান গ্রহণ ও সক্রিয়ভাবে সাড়া দিতে উন্মুক্ত হই। এটি কখনও জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া কিছু নয় বা একরকম ছাঁচে ফেলে দেওয়া কোনো মডেল নয়; বরং এটি প্রেম ও আনন্দের এক অভিযান। তাই অন্তর জীবনের যত্নের ভিত্তিতে আমাদের জরুরিভাবে আহ্বান বিষয়ক সেবাকর্ম পুনরায় শুরু করতে হবে এবং মঙ্গলসমাচার প্রচারের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার নবায়ন করতে হবে।

এই আলোকে আমি পরিবার, ধর্মপল্লী ও বিবিধ ধর্মসংঘের প্রত্যেককে, সেই সাথে সকল বিশপ, যাজক, ডিকন, ধর্মশিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও সকল খ্রিস্টভক্তকে আরও আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে আহ্বান জানাই, যেন এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় যেখানে এই দান গ্রহণ, লালন, সুরক্ষা ও সঙ্গপ্রাপ্ত হতে পারে, যাতে তা প্রচুর ফলশালী হয়ে উঠে। যখন আমাদের চারপাশ জীবন্ত বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত হয়, অবিরাম প্রার্থনায় সমর্থিত হয় এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহযাত্রায় সমৃদ্ধ হয়, তখনই ঈশ্বরের আহ্বান বিকশিত ও পরিপক্ক হতে পারে, তা ব্যক্তি ও বিশ্বের জন্য সুখ ও মুক্তির পথে পরিণত হতে পারে। যিশু, উত্তম মেষপালক, যে পথ আমাদের দেখান, সেই পথে চলতে গিয়ে আমরা নিজেদের এবং আমাদের আহ্বানকারী ঈশ্বরকে আরও গভীরভাবে জানতে পারি।

পারস্পরিক সচেতনতা: "জীবনের প্রভু আমাদের জানেন এবং তাঁর প্রেমময় দৃষ্টিতে আমাদের হৃদয় আলোকিত করেন।" সত্যিই, প্রতিটি আহ্বানের সূচনা হয় সেই ঈশ্বরকে জানার ও অনুভব করার মাধ্যমে, যিনি প্রেম *(দ্র: ১ যোহন ৪:১৬)*। তিনি আমাদের গভীরভাবে জানেন; তিনি আমাদের মাথার প্রতিটি চুল পর্যন্ত গণনা করেছেন *(দেখুন মথি ১০:৩০)* এবং প্রত্যেকের জন্য পবিত্রতা ও সেবার একটি অনন্য পথ নির্ধারণ করেছেন। তবে এই সচেতনতা অবশ্যই পারস্পরিক হতে হবে। আমরা প্রার্থনা, ঐশবাণী শ্রবণ, সংস্কারসমূহ গ্রহণ, মাণ্ডলিক জীবন যাপন এবং আমাদের ভাই-বোনদের প্রতি দয়ার কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানার জন্য আহ্বানপ্রাপ্ত। তরুণ সামুয়েলের মতো, যিনি রাতে হঠাৎ প্রভুর কণ্ঠ শুনেছিলেন এবং এলিয়ের সহায়তায় তা চিনতে শিখেছিলেন *(দ্র: ১ সামুয়েল ৩:১-১০)*, আমাদেরও এমন নীরব অন্তরস্থান তৈরি করতে হবে, যাতে আমরা শুনতে পারি প্রভু আমাদের সুখের জন্য কী চান। এটি উচ্চমার্গীয় চিন্তা বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ শিক্ষার বিষয় নয়; বরং এটি এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ, যা জীবনকে রূপান্তরিত করে। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে বাস করেন। আহ্বান মানে সেই ব্যক্তির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সংলাপ, যিনি আমাদের ডাকেন এবং পৃথিবীর কোলাহলের মধ্যেও সত্যিকারের আনন্দ ও উদারতার সঙ্গে সাড়া দিতে আহ্বান করেন।

"Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas" "নিজের বাইরে যেয়ো না; নিজের ভেতরে ফিরে এসো। সত্য বাস করে ব্যক্তিসত্তার গভীরে।" আবারও সাধু আগস্টিন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে থামা এবং অন্তরের নীরবতার জন্য স্থান তৈরি করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আমরা যিশু খ্রিস্টের কণ্ঠ শুনতে পারি।

প্রিয় তরুণ-তরুণীরা, সেই কণ্ঠ শ্রবণ কর! প্রভুর সেই কণ্ঠ শোন, যিনি তোমাদের পূর্ণ ও ফলপ্রসূ জীবনের জন্য আহ্বান করেন, তোমাদের প্রতিভা ব্যবহার করতে ডাকেন *(দ্রঃ মথি ২৫:১৪-৩০)* এবং তোমাদের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাকে খ্রিস্টের মহিমান্বিত ক্রুশের সঙ্গে যুক্ত করতে বলেন। তাই পবিত্র খ্রিস্টযাগ উপাসনার জন্য সময় বের করো; ঈশ্বরের বাণী বিশ্বস্তভাবে ধ্যান করো, যাতে তা প্রতিদিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারো; এবং সংস্কারীয় ও মাণ্ডলিক জীবনে পূর্ণ ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করো। এভাবেই তোমরা প্রভুকে জানতে পারবে। বিবাহ, যাজকত্ব, স্থায়ী ডিকন বা ব্রতীয় জীবনের যে কোন একটি পথ অবলম্বন ক'রে যিশুর বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গতার মাধ্যমে তোমরা নিজেদের দান করতে শিখবে। প্রতিটি আহ্বান মণ্ডলীর জন্য একটি অপরিমেয় দান এবং যারা আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করে তাদের জন্যও তাই। প্রভুকে জানা মানে সর্বোপরি নিজেকে তাঁর এবং তাঁর বিধানের (প্রভিডেন্সের) উপর সমর্পণ করা শেখা। বস্তুত, প্রতিটি আহ্বান জীবনে যা প্রয়োজন, ঈশ্বর তাঁর দৈববিধানে প্রচুর পরিমাণে তা যুগিয়ে দেন।

বিশ্বাস: জ্ঞান থেকে আসে আস্থা। আর আস্থা একটি মনোভাব যা বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয় এবং আহ্বান গ্রহণ ও তাতে স্থির থাকার জন্য অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে, জীবন নিজেকে প্রকাশ করে প্রভুর উপর অবিরাম আস্থার এক কর্ম হিসেবে এবং তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করার মাধ্যমে, এমনকি যখন তাঁর পরিকল্পনা আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনাকে অস্থির করে তোলে।

আসুন, আমরা সাধু যোসেফের কথা ভেবে দেখি, যিনি কুমারী মারীয়ার রহস্যময় ও অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ সত্ত্বেও স্বপ্নে প্রকাশিত ঐশ-বার্তার উপর আস্থা রেখেছিলেন এবং অনুগত হৃদয়ে মারীয়া ও তাঁর সন্তানকে গ্রহণ করেছিলেন *(দ্রঃ মথি ১:১৮-২৫; ২:১৩-১৫)*। নাজারেথের যোসেফ ঈশ্বরের পরিকল্পনার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যখন চারপাশে সবকিছু অন্ধকার ও অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন ছিল, যখন ঘটনাগুলো তার নিজের পরিকল্পনার বিপরীত মনে হচ্ছিল, তখনও তিনি আস্থা রেখেছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন প্রভুর মঙ্গল ও বিশ্বস্ততার বিষয়ে এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। "প্রতিটি পরিস্থিতিতে যোসেফ তাঁর নিজের 'ফিয়াৎ' বা 'হ্যাঁ' উচ্চারণ করেছিলেন, যেমনটি মারীয়া করেছিলেন দূতসংবাদের সময় এবং যিশু করেছিলেন গেৎসিমানী বাগানে।"

আশার জুবিলী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর আমাদের দৃঢ় ও অটল আস্থা লালন করা প্রয়োজন, কখনও হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ না করে। আমাদের ভয় ও সন্দেহ অতিক্রম করতে হবে, এই বিশ্বাসে যে ইতিহাসের প্রভু– যিনি বিশ্বের এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেরও প্রভু– তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। তিনি আমাদের অন্ধকারতম সময়ে আমাদের পরিত্যাগ করেন না, বরং তাঁর আলো দিয়ে সব অন্ধকার দূর করতে আসেন। তাঁর আত্মার আলো ও শক্তিতে, এমনকি পরীক্ষার ও সংকটের মধ্যেও, আমরা দেখতে পাই যে আমাদের আহ্বান ধীরে ধীরে বিকশিত ও পরিপক্ক হচ্ছে; তা আরো পূর্ণভাবে সেই প্রভুর সৌন্দর্য বিকির্ণ করছে যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন। সে এমন এক সৌন্দর্য যা ক্ষত ও ব্যর্থতার মাঝেও আমাদের বিশ্বস্ততা ও আস্থার দ্বারা গঠিত।

পরিপক্কতা: প্রকৃতপক্ষে আহ্বান কোনো স্থির বিন্দু নয়, বরং এটি এক গতিশীল পরিপক্কতার প্রক্রিয়া, যা আমাদের প্রভুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক দ্বারা সমর্থিত। নিজের আহ্বানে বৃদ্ধি পাওয়া মানে যিশুর সঙ্গে থাকা, পবিত্র আত্মাকে আমাদের হৃদয় ও জীবনের পরিস্থিতিতে কাজ করতে দেওয়া এবং এই দানের আলোকে সবকিছু নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা।

দ্রাক্ষালতা ও শাখা-প্রশাখার মতো *(দ্রঃ যোহন ১৫:১৮)* আমাদের সমগ্র জীবন প্রভুর সঙ্গে এক শক্তিশালী ও জীবন্ত বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে, যাতে আমরা দুঃখ-কষ্টে ও প্রয়োজনীয় "ছাঁটাই"-এর মধ্য দিয়ে আরও আন্তরিকভাবে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে পারি। যে সমস্ত "জায়গায়" ঈশ্বরের ইচ্ছা সবচেয়ে প্রকাশিত হয় এবং যেখানে আমরা তাঁর অসীম প্রেম অনুভব করি, তা প্রায়শই সেই সমস্ত খাঁটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক, যা আমরা জীবন চলার পথে গড়ে তুলি। আমাদের আহ্বান আবিষ্কার ও বিকাশের পথে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া একজন সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক পাওয়া কতই না মূল্যবান! পবিত্র আত্মার প্রেরণাগুলিকে অবধারণ করা (নির্ণয় করা) ও পরীক্ষা করা কতই না গুরুত্বপূর্ণ, যাতে একটি আহ্বান তার পূর্ণ সৌন্দর্যে ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে!

অতএব, আহ্বান কোনো তাৎক্ষণিক অধিকার নয় যেন একবার ও সকল সময়ের জন্য "পাওয়া" কোনো বস্তু। বরং এটি এমন একটি পথ, যা জীবনের মতো ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়। আমরা যে দান পেয়েছি, তা শুধু রক্ষা করলেই চলবে না, বরং ঈশ্বরের সঙ্গে দৈনন্দিন সম্পর্কের মাধ্যমে তা লালন করতে হবে, যাতে তা বৃদ্ধি পায় এবং ফলপ্রসূ হয়ে উঠে। "এটি আমাদের সাহায্য করে, কারণ এটি আমাদের সমগ্র জীবনকে সেই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তোলে যিনি আমাদের ভালোবাসেন। এটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে কিছুই নিছক কাকতালীয় নয়; বরং আমাদের জীবনের সবকিছুই সেই প্রভুর প্রতি সাড়া দেওয়ার একটি পথ হয়ে উঠতে পারে, আমাদেরকে ঘিরে যাঁর রয়েছে একটি অপূর্ব পরিকল্পনা।"

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, প্রিয় তরুণ-তরুণীরা, প্রতিদিনের প্রার্থনা ও ঐশবাণী ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে তোমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আমি তোমাদের উৎসাহিত করি। থামো, শোনো এবং নিজেদের সমর্পণ করো। এভাবেই তোমাদের আহ্বানের দান পরিপক্ক হবে, তোমাদের আনন্দ দেবে এবং মণ্ডলী ও বিশ্বের জন্য প্রচুর ফল বয়ে আনবে।

ধন্যা কুমারী মারীয়া যিনি ঐশরিক দানকে অন্তরে গ্রহণের আদর্শ এবং প্রার্থনাময় শ্রবণের বিশেষজ্ঞ– তিনি এই যাত্রায় সর্বদা তোমাদের সঙ্গ দিন!

ভাতিকান, ১৬ মার্চ ২০২৬ খ্রিঃ

পোপ চতুর্দশ লিও

ভাষান্তর: ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ

৬৩তম বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে জাতীয় পরিচালকের বাণী

শ্রদ্ধাভাজন খ্রিস্টভক্তগণ,

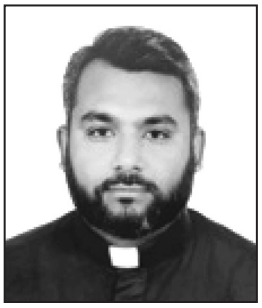

৬৩তম বিশ্ব প্রার্থনা দিবস উপলক্ষে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এই বিশেষ দিনটি আমাদের স্মরণ করায় যে, ঈশ্বর আজও মানুষকে আহ্বান করছেন তাঁর ও পুণ্য মণ্ডলীর সেবায় নিজেদের সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করার জন্য। আমরা যারা বিশ্বাসের পথে চলি, তাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব এই আহ্বানকে চিনতে সাহায্য করা, লালন করা এবং তার জন্যে প্রার্থনা করা।

এই দিনে আমরা বিশেষভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য আরও অনেক উদার হৃদয়ের যুবক ও যুবতীকে আহ্বান করেন। যাজক ও ব্রতীয় জীবনের আহ্বান কেবল একটি পেশা নয়, এটি একটি মহান দায়িত্ব এবং ঈশ্বরের প্রেমের এক অনন্য প্রতিফলন। এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া মানে হলো নিজের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বর ও তাঁর জনগণের সেবায় উৎসর্গ করা। আজকের পৃথিবীতে আমরা নানা চ্যালেঞ্জ, বিভ্রান্তি এবং মূল্যবোধের সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছি। এই বাস্তবতায় যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ হয়ে ওঠেন আশার বাতিঘর, যারা ঐশবাণী প্রচার করেন, মানুষের পাশে দাঁড়ান, এবং তাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করান।

এই প্রেক্ষাপটে, প্রেরিতদূত সাধু পিতরের পোপীয় সংস্থা (Pontifical Society of St. Peter the Apostle)-এর কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী সেমিনারীয়ান ও নবীসদের গঠন, শিক্ষা ও প্রস্তুতির জন্য প্রার্থনা, ত্যাগ ও বৈষয়িক সহায়তার আয়োজন করে। এই সংস্থাটি নিশ্চিত করে যে, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা যেন কোনো যুবক বা যুবতীর ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাত্রী হলেন একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী ফরাসী নারী, জেন বিগার্ড (১৮৫৯-১৯৩৪), যিনি মিশনারি অঞ্চলে কর্মরত যাজকদের অভাব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ে জন্ম নিয়েছিল একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা যাতে মিশনারি ভূমিতে স্থানীয় যাজক ও প্রেরণকর্মী গড়ে তোলা যায়। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রেরিতদূত সাধু পিতরের পোপীয় সংস্থার জন্ম যার মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় আহ্বানকে লালন ও সমর্থন করা। এই সংস্থাটি প্রার্থনা, আত্মত্যাগ এবং বিশ্বজনীন সংহতির মাধ্যমে প্রেরণকার্যকে শক্তিশালী করে তোলে। মণ্ডলী যে সত্যিকার অর্থেই একটি বিশ্বজনীন পরিবার, যেখানে আমরা একে অপরের জন্য দায়বদ্ধ– এটি তারই স্মারক।

আমরা যখন আহ্বান নিয়ে কথা বলি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এটি কেবল কিছু নির্বাচিত ব্যক্তির বিষয় নয়। বরং গোটা মণ্ডলীর দায়িত্ব হলো আহ্বানকে সমর্থন করা। পরিবার, ধর্মপল্লী, এবং সমাজ– সবাই মিলে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন যেখানে একজন তরুণ বা তরুণী ঈশ্বরের আহ্বান শুনতে এবং তা গ্রহণ করতে সাহস পায়। তাই আমাদের প্রত্যেকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি আপনাদের সকলের কাছে বিনীতভাবে আহ্বান জানাই। প্রথমত, আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করবেন। প্রার্থনা হলো আহ্বানের মূল ভিত্তি। আমরা যদি আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি অবশ্যই তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর পাঠাবেন। আপনার পরিবারে, ধর্মপল্লীতে, এবং ব্যক্তিগত জীবনে আহ্বানের জন্য নিয়মিত প্রার্থনা করুন। দ্বিতীয়ত, আপনার ব্যক্তিগত ত্যাগ ও আত্মনিবেদন দ্বারা এই আহ্বানকে সমর্থন করুন। সময়, আরাম কিংবা ব্যক্তিগত ইচ্ছা ত্যাগের মতো ছোট ছোট ত্যাগস্বীকার ঈশ্বরের কাছে এক মূল্যবান উপহার হয়ে ওঠে যা আহ্বানের জন্য শক্তি যোগায়। তৃতীয়ত, আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান করুন। প্রেরিতদূত সাধু পিতরের পোপীয় সংস্থার মাধ্যমে আপনার দান সরাসরি সেমিনারিয়ান ও নবীসদের গঠনে সহায়তা করে। আপনার এই সহযোগিতা ভবিষ্যতের যাজক ও সন্ন্যাসী গড়ে তুলতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চতুর্থত, তরুণদের উৎসাহিত করুন। অনেক সময় তারা দ্বিধায় থাকে বা নিজেদের অযোগ্য মনে করে। তাদের পাশে দাঁড়ান, তাদের সাহস দিন, এবং তাদেরকে ঈশ্বরের আহ্বান সম্পর্কে ভাবতে সাহায্য করুন।

আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই যে, মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আজকের আহ্বানের উপর। যদি আমরা আজ প্রার্থনা না করি, সমর্থন না করি, তাহলে আগামী দিনে আমরা যাজক ও ব্রতধারী-ব্রতধারিনীর অভাব অনুভব করব। তাই এই মুহূর্তেই আমাদের সক্রিয় হতে হবে।

বিশ্ব আহ্বান দিবসে, আসুন, আমরা সবাই নতুনভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই আহ্বান বৃদ্ধির জন্য আমরা প্রার্থনা করব, ত্যাগস্বীকার করব, এবং যথাসাধ্য দান করব যেন ঐশরাজ্য বিস্তার লাভ করে। ঈশ্বর আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

ধন্যবাদান্তে,

ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ
জাতীয় পরিচালক,
পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজ

নতুন ধর্মপ্রদেশ জয়পুরহাটের প্রথম বিশপ মনোনীত হবেন ফাদার পল গমেজ

উত্তরের জনপদ বরেন্দ্র নামে খ্যাত রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ থেকে পৃথক হয়ে জন্ম হলো জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও আনুষ্ঠানিকভাবে জয়পুরহাটকে একটি নতুন ডায়োসিস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। নতুন ধর্মপ্রদেশের নতুন ধর্মপাল মনোনীত হয়েছেন ফাদার পল গমেজ। ২৫ মার্চ দূতসংবাদ মহাপর্ব দিনে বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫ টায় রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ হাউজে বিশপ জের্ভাস রোজারিও এই ঘোষণা দেন। উল্লেখ থাকে যে, একই সময়ে ভাটিকানেও বিশপ মনোনীত হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করা হয়। বিকাল ৪টায় রাজশাহী বিশপ হাউজে বিশ্বশান্তির জন্য অনুষ্ঠিত হয় প্রার্থনানুষ্ঠান। এরপরই বিশপ জের্ভাস রোজারিও নতুন ধর্মপ্রদেশ জয়পুরহাট ও নতুন ধর্মপালের নাম পাঠ করে শোনান। উপস্থিত ফাদার, সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্তগণ হর্ষোল্লাস ও করতালির মধ্য দিয়ে নতুন ধর্মপ্রদেশ ও মনোনীত বিশপ পল গমেজকে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানান। বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, অনেক ত্যাগ, কষ্ট ও পরিশ্রমের ফসল হচ্ছে জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ। খ্রিস্টভক্তজনগণের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক যত্নের জন্য এই ধর্মপ্রদেশের দরকার ছিলো। ঈশ্বরকে আরো ধন্যবাদ জানাই- তিনি নতুন ধর্মপ্রদেশের জন্য বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর পরিচালক ফাদার পল গমেজকে বেছে নিয়েছেন। মনোনীত বিশপ পল গমেজ তাঁর প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা দ্বারা নতুন ধর্মপ্রদেশকে পরিচালিত করবেন। মনোনীত বিশপ পল গমেজ অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, আমার প্রাণ ঈশ্বরের প্রতি আজ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতায় ভরপুর। আমার অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে ধর্মপাল হিসাবে বেছে নিয়েছেন। নতুন ধর্মপ্রদেশে অনেক ধরণের চ্যালেঞ্জের মধ্যে সকল জাতিগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে তাদের আধ্যাত্মিক ও সার্বিক উন্নয়নে কাজ করবো। আর এই যাত্রায় আপনাদের প্রার্থনা ও সহযোগিতা আমার জন্য অত্যন্ত দরকার। উল্লেখ থাকে যে, নতুন ধর্মপ্রদেশ জয়পুরহাটের অধীনে জয়পুরহাট, নওগাঁ, ও বগুড়া জেলার বেনীদুয়ার, চাঁদপুকুর, খঞ্জনপুর, বেগুনবাড়ি, লক্ষ্মীকুল, হাসানবেগপুর, কৃষ্ণবল্লভপুর, লক্ষ্মণপুর, কাঁটাডাঙ্গা, ভূতাহারা, দেলুয়াবাড়ি ও বগুড়ায় অবস্থিত মিশনকেন্দ্রটি থাকবে। এছাড়াও দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের অধীনস্থ পাথরঘাটা ধর্মপল্লীটি নতুন ধর্মপ্রদেশের সাথে যুক্ত হবে।

মনোনীত বিশপ পল গমেজের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত

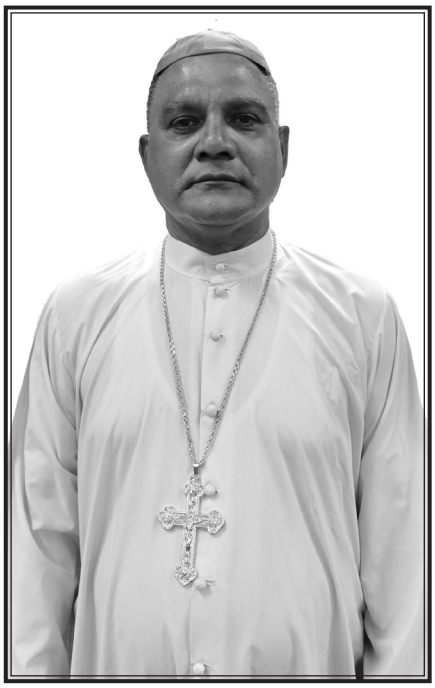

নাম: পল গমেজ

জন্ম: ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ

ধর্মপল্লী: মথুরাপুর, খরবাড়ীয়া, চাটমোহর, পাবনা

সেমিনারীতে গঠন লাভ: ১৯৭৮-১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

যাজকীয় অভিষেক লাভ: ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ (রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও কর্তৃক)

ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবাকাজ: ১৯৯৩-১৯৯৪ (সুরশুনিপাড়া), ২০০০-২০০২ (বেনীদুয়ার), ২০০৭-২০০৮, ২০১০-২০১৫ (বোর্ণী), ২০১৬-২০২২ (বাগানপাড়া কাথিড্রাল)

পরিচালকের দায়িত্ব: ১৪ মে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ (যীশু নাম গৃহ, সুইহারী, দিনাজপুর)

বিদেশে উচ্চশিক্ষা: ১৯৯৮-২০০০ খ্রিস্টাব্দ (সান্তো টমাস, ম্যানিলা, ফিলিপিন্স)

রমনা সেমিনারীতে পরিচালকের দায়িত্ব: ২০০২-২০০৬ খ্রিস্টাব্দ

বনানী সেমিনারীতে পরিচালক: ২০২২- চলমান

বিশপ ঘোষণা: ২৫ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ (যিশুর দেহধারণের মহাপর্ব)

(আগামী ৫ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে বিশপ মনোনীত ফাদার পল গমেজের বিশপীয় অভিষেক ও অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। নবঘোষিত বিশপ পল গমেজকে প্রার্থনাপূর্ণ প্রীতি-শুভেচ্ছা।)

সংগ্রহে: বরেন্দ্র দূত, রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা

যাজকীয় জীবন ঈশ্বরের আশীর্বাদ

যাজকীয় জীবন খ্রিস্ট মণ্ডলীতে এক পবিত্র ও নিবেদিত জীবনধারা। যাজকীয় জীবন ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করার একটি বিশেষ আহ্বান। এই আহ্বান হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক যাত্রা। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে যাজকীয় আহ্বান হলো স্রষ্টার পক্ষ থেকে এক বিশেষ আমন্ত্রণ, যেখানে একজন ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে ঈশ্বর ও তাঁর মণ্ডলীর সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেন। যাজকীয় জীবন কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি হলো যিশু খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আর্তমানবতার সেবা, আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শন এবং ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারের এক নিরন্তর ব্রত। যাজকীয় জীবনের মূল ভিত্তি হলো ভালোবাসা এবং ত্যাগ। বাইবেলের শিক্ষায় আমরা দেখি, ঈশ্বর যাকে পছন্দ করেন, তাকেই তাঁর কাজের জন্য মনোনীত করেন। এই আহ্বানটি আসে অত্যন্ত নিভৃতে, যা একজন ব্যক্তির অন্তরে আধ্যাত্মিক পিপাসা এবং সেবার মানসিকতা জাগ্রত করে। একজন যাজক হলেন ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যকার এক সেতুবন্ধন। গত বছরের শেষের ও এ বছরের প্রথম দিকে যারা অভিষিক্ত হয়েছেন তাদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কিছু কথা নিয়ে এই প্রতিবেদন।

ফাদার মিঠুন মাথিয়াস এক্কা

২০০০ খ্রিস্টাব্দে আমরা সবাই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করি। আমি বিশ্বাস করি ও আমার জীবনে উপলব্ধি করেছি যেদিন থেকে আমরা খ্রিস্টের আলো পেয়েছি সেইদিন থেকেই আমাদের পরিবারের অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং আমি যাজক হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। ফাদার, সিস্টারদের সহায়তায় পড়াশোনা করা আমার জীবনের জন্য আশীর্বাদ বয়ে এনেছে। যাজকত্ব জীবন লাভ করার পিছনে যাদের বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন ও প্রেরণা দিয়েছেন তাদের সবার কাছেই আমি চিরকৃতজ্ঞ। বাবা ও মা আমার পুরোহিত হবার পেছনে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি ফাদার ডমিনিক রোজারিও ও ফাদার আন্তনীয় বায়ো পিমে-এর অবদানের কথা। আরও অনেক ফাদারগণ আমার জীবনে অনেক উৎসাহ ও উদ্দিপনা যুগিয়েছেন। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সকলকে যারা আমাকে যাজক জীবনের মতো পবিত্র একটি জীবন লাভ করতে সাহস, সহযোগিতা ও উদ্দিপনা যুগিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত:

নাম	:	মিঠুন মাথিয়াস এক্কা
পিতা	:	জগদীশ জাস্টিন এক্কা
মাতা	:	আলোমনি মার্থা লাকড়া
জন্ম তারিখ	:	১৬ জুন, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
জন্ম স্থান	:	উত্তম মেষপালকের চ্যাপেল, টেংরা, শ্রীপুর, গাজীপুর
যাজকীয় অভিষেক	:	১৬ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ (সাধু আগষ্টিনের ধর্মপল্লী, কেওয়াচালা, শ্রীপুর, গাজীপুর)
ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ	:	১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ (উত্তম মেষপালকের চ্যাপেল, টেংরা, শ্রীপুর, গাজীপুর)

ফাদার রূপক আইজ্যাক রোজারিও

আমি দরিদ্র পরিবারের সন্তান। একমাত্র উপার্জনকারী বাবার জন্য সংসার চালানো ছিল কঠিন। মাও সমানভাবে পরিশ্রম করে পরিবারকে ধরে রেখেছেন। বরাবরের মতো আমার চাহিদা ছিল সীমিত। পারিবারিক প্রার্থনা আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস ছিল এবং পরবর্তীতে গির্জার কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়ে ধর্মীয় জীবনে আরও সম্পৃক্ত হই ও যাজক হওয়ার ইচ্ছা নিজের ভিতর গড়তে থাকি। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আমার আহ্বান জীবন আজও এগিয়ে চলেছে, যিশুর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার প্রত্যয়ে। অবশেষে যাজক হিসেবে ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে মরিয়ম আশ্রম, দিয়াং এ শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স্ সুব্রত হাওলাদার দ্বারা অভিষিক্ত হই এবং বর্তমানে লূর্দের রাণী ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে সহকারী যাজক হিসেবে কর্মরত আছি।

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত:

নাম	:	রূপক আইজ্যাক রোজারিও
জন্ম তারিখ	:	০৪ ডিসেম্বর, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
পিতার নাম	:	প্রদীপ আলেকজান্ডার রোজারিও
মাতার নাম	:	অঞ্জলী মারীয়া পালমা
ডিকন অভিষেক	:	২৪ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ (পালকীয় কাজ লুর্দের রানী গীর্জা, সোনাপুর, নোয়াখালী)
যাজকীয় অভিষেক	:	২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ (মরিয়ম আশ্রম, দিয়াং)

ফাদার থিওটোনিয়াস সনেট কস্তা

ছোটবেলা থেকেই প্রার্থনা, গির্জায় যাওয়া এবং ঈশ্বরের প্রতি ছিল আমার অগাধ বিশ্বাস। তাই ছোট বেলা থেকে নিজেকে যাজক হওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করতাম। আমি ইন্টার মিডিয়েট পাশ করার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চেয়েছিলাম কিন্তু পরিবারের চাপে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি হই। আমি একটা চাপা কষ্ট অনুভব করি কারণ প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে যেতে পারতাম না। আমি শুধু শুনতে পেতাম কেউ একজন আমাকে বলছে তুমি যাজক হও। তখন বাড়িতে বললাম ইনজিয়ারিং পাশ করে আমি সেমিনারীতে প্রবেশ করতে চাই। তখন ফাদার উজ্জ্বল গ্রেগরী ও দিদির সাহায্য সহযোগিতায় আমি সব কিছু বাদ দিয়ে সেমিনারীতে প্রবেশ করি আর সেমিনারীতে প্রবেশ করার মধ্য দিয়ে আমি প্রথম নিজে থেকে বুঝতে পারি আমি যাজক হবো। আর সেই ইচ্ছোটা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ক্যাসাক লাভ করার মধ্য দিয়ে। আমি যাজক হয়েছি ভক্ত জনগণকে ঐশরাজ্যের পথে পরিচালনা করার জন্য ও মানুষের মাঝে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। যাজক হিসেবে আমার অনুভব হলো অনেক আনন্দের ও আশীর্বাদের। আমি ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা ভরা অন্তরে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আমি দূর্বল থাকার সত্ত্বেও তিনি আমাকে বেছে নিয়েছেন এবং যাজকত্ব দান করেছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত: আমি ফাদার থিওটোনিয়াস সনেট কস্তা। ৪ অক্টোবর, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে মা-বাবার ভালোবাসার সর্বশেষ সন্তান। ছোটবেলা থেকেই আমি শান্ত ও নম্র প্রকৃতির ছিলাম। আর সেই জন্য আমার বাবা মা সব সময় আমাকে বলত আমি যেন বড় হয়ে ফাদার হই। আর সেই উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়েই পুরোহিত হওয়া পর্যন্ত এসেছি। আমি বনপাড়া গ্রামের ক্লেমেন্ট কস্তা ও পুষ্প গমেজের ৬ষ্ঠ সন্তান।

ফাদার সৈকত বেনেডিক্ট কুলেন্তনু সিএসসি

আমি যাজকীয় জীবনের আহ্বান অনুভব করেছিলাম ৫ম বা ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়। ছোটবেলা থেকেই সাধু হওয়ার বাসনা করা, ছোট ছোট ত্যাগস্বীকার, কাউকে কোন কারণে কষ্ট না দেওয়া ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলো আমার সমস্ত যাজক সত্তাকে গঠন করেছিল। আর তখন থেকেই ভাবতাম ডমিনিক সাভিও যেমন তার পরিচালক সাধু ফাদার ডন বস্কোর মত যাজক হতে চেয়েছিলেন তেমনি আমিও একজন যাজক হব। তবে যাজকীয় জীবন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে গির্জায় প্রতি শুক্রবারে পিমে সিস্টারদের নেওয়া ধর্মক্লাসগুলো আমাকে প্রচুর অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। এছাড়াও বিকেলবেলাতে আমাদের বাড়িতে বিভিন্ন ফাদার সিস্টার বাড়ি প্রদর্শন করত। ফাদার গিলবার্ট সিএসসি আর ফাদার ফ্রাঙ্ক সিএসসি আমার দীর্ঘদিনের আধ্যাত্মিক পরিচালক ছিলেন। এই সাধুতুল্য ফাদারদের সংস্পর্শ পেয়ে আমিও তাদের গুণাবলী অনুসরণ করেছি। মৃত্যু অবধি আমি কামনা করি যেন আমার সমস্ত সফলতা ও দক্ষতার পূর্বে যিশুর চোখের একজন আদর্শ যাজক হতে পারি। ভক্তজনগণের কাছে আমার প্রত্যাশা হলো আপনারা আমাদের যাজকদের জন্য প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও সহযোগিতা করুন যেন আমরা আরও বেশি পবিত্র থাকতে পারি এবং এই জগতের তীর্থস্থানকে বিশ্বস্তভাবে পরিচালনা করতে পারি স্বর্গীয় জেরুসালেমের দিকে।

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত:

নাম	: সৈকত বেনেডিক্ট কুলেন্তনু সিএসসি
পিতা	: সুবাস অ্যান্থনি কুলেন্তনু
মাতা	: কানন মারিয়া গমেজ
যাজকীয় অভিষেক	: ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, উত্তম মেষপালক ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী
প্রথম খ্রিস্টযাগ অর্পণ	: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, লুর্দের রানী মা মারিয়ার গির্জা, বনপাড়া, নাটোর
সহকারী পাল - পুরোহিত	: ১০ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ - বর্তমান, শান্তিরাজ কাথলিক ধর্মপল্লী, থানচি, বান্দরবান

ফাদার তন্ময় যোসেফ কস্তা

আমি যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি তখন থেকেই আমার মনে যাজক হওয়ার বাসনা সৃষ্টি হয়। আর এই জন্য প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে উপস্থিত থাকতে এবং সেবক হওয়ার জন্য সেবক দলে যোগ দেই। ছোট থেকেই যেহেতু সেবক হতাম তাই মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা কাজ করতো যে, আমি যদি ফাদারের কাপড়টা পারতাম বা ফাদার যেভাবে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করে আমি যদি তা করতে পারতাম! এই ইচ্ছাটা সবর্দা আমার মাঝে কাজ করতো। আমার অভিষেকের সময় আমার মা যখন আমাকে বিশপের কাছে সমর্পন করেন তিনি তখন আমাকে যে কথাটা বলেন, তিনি তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করছেন। একই সাথে যখন বিশপ আমার হস্তলেপন ও মাথায় হাত রাখার মধ্য দিয়ে অভিষিক্ত করেন এটা সত্যিই আমার জীবনের জন্য একটি আনন্দময় ও পবিত্র দিন ছিল। আর এ বিষয় গুলোই আমাকে একজন পবিত্র যাজক হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। আমি যাজক হয়েছি খ্রিস্টের বাণী মানুষের কাছে প্রচার করতে ও মানুষের বিশ্বাসের জীবন যেন আরো গভীর হয় এবং ঈশ্বর আমাদের কাছে কি চান সে কথা মানুষকে বুঝাতে ও এর মধ্য দিয়ে প্রতিটি খ্রিস্টভক্ত যেন নব জীবন লাভ করতে পারে সে জন্যে কাজ করতে। ভক্তজনগণের কাছে প্রত্যাশা হল তারা যেন যাজকদের জন্য প্রার্থনা করে, তাদেরকে সমর্থন দান করে ও নিজেরা পবিত্র জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে সবাই মিলে যেন খ্রিস্টের দেখানো পথে পরিচালিত হতে পারে।

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত:

নাম	**: ফাদার তন্ময় যোসেফ কস্তা**
পিতার নাম	: পেট্রিক কস্তা
মাতার নাম	: সুকুমারী কস্তা
জন্ম	: ১৯ মার্চ, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

ফাদার শাওন আন্তনী রোজারিও

"স্বয়ং প্রভুই আমার সহায়! না, ভয় করব না আমি॥"- হিব্রু ১৩:৬ আমি ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই, কেননা তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তার আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন যজ্ঞ বেদীর একজন সেবক রূপে কাজ করার জন্য; তাই নিজেকে ধন্য মনে করছি। যদিও আমি তাঁর কাজের যোগ্য নই, পরমেশ্বর তাঁর আপন দয়াগুণে এই সেবা কাজের যোগ্য করে নিয়েছেন, তার ভালোবাসার আলিঙ্গনে আমায় সুযোগ করে দিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই আমি মিশনারী স্কুলে পড়ালেখা করেছি, তাই সিস্টারদের ও শিক্ষক মণ্ডলীর যাজকীয় জীবনের অনুপ্রেরণা তাদের কাছ থেকে পেতাম। তখন থেকেই নিয়মিত শিশুমঙ্গলে যাওয়া, গির্জায় সেবক হওয়া, পরবর্তীতে ওয়াইসিএস এ অংশগ্রহণ করা এ সবই ছিল নিজেকে একটু একটু করে প্রস্তুত করার। আমি এসএসসি পরীক্ষার পর বান্দুরা সেমিনারীতে 'এসো দেখে যাও' অনুষ্ঠানে যোগদান করি। সেই অনুষ্ঠানে মনোনয়ন পেয়ে পশ্চিম তেজতুরী বাজার 'সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী সেমিনারী'তে আমি আমার সেমিনারী জীবনের যাত্রা শুরু করি। আমি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছি আমার বড় দাদার কাছ থেকে। তার উৎসাহ, আমার মায়ের পবিত্র জীবনাদর্শ, ও যাজকদের উৎসাহ-অনুপ্রেরণা আমাকে এই পবিত্র জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। আমার কাছে যাজকত্ব এক স্বর্গীয় অনুভূতি, আমার দীনতায় খ্রিস্টের মহিমান্বিত উপস্থিতি, খ্রিস্টের প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গনে নিত্য বসবাস। এই যাজকত্ব হল খ্রিস্টের মহিমায় আমার অংশগ্রহণ, তার মিশন দায়িত্ব এ জগতে মানুষের মাঝে পূরণ করা। প্রতিদিনকার যাপিত জীবনে আমি ভক্তবিশ্বাসীর রক্ষা পালক হতে চাই, সেবার কাজ করে যেতে চাই। তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ঈশ্বরের স্পর্শ এনে দিতে চাই। আমার ধর্মপ্রদেশের বিশপের অনুগত থেকে তার পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দানের পাশাপাশি ভক্তবিশ্বাসীদের জীবনকে প্রভুর আশ্রয়ে আনতে চাই, বিশেষত মিশন কাজে থেকে আরো বহু মানুষকে প্রভুর পথ দেখাতে চাই।

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত:

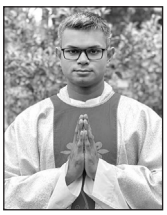

নাম	: শাওন আন্তনী রোজারিও
পিতার নাম	: শেখর থিউটোনিয়াস রোজারিও
মাতার নাম	: স্বপ্না মেরি রোজারিও
জন্ম তারিখ	: ১ আগষ্ট, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় অভিষেক	: ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

ফাদার জেরোম মাসেনটিং সুটিং সিএসসি

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বরকে যিনি আমাকে ভালোবেসে আমার পিতামাতার মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীর মুখ দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। পরিবারের সদস্যরা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বিশেষ করে বড়মা আমাকে সব কাজে উৎসাহ দিতেন এবং প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করতেন। গ্রামের স্কুলে তেমন পড়াশোনা না হলেও হরিশ মানখিন স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করি। তাঁর পরামর্শে মা-বাবা আমাকে হোস্টেলে পাঠান। পরবর্তীতে শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর ধন্য মরো হোস্টেলে ভর্তি হয়ে ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করি। সেখানে হলিক্রস ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের দেখে যাজক হওয়ার অনুপ্রেরণা পাই। এরপর মুগাইপাড়া হোস্টেলে গিয়ে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করি এবং সেখানে থেকেই আহ্বান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাই। এসএসসি শেষে "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করি, যেখানে ফাদার জেমস ক্লেমেন্ট ক্রুশ সিএসসি এবং ফাদার যোসেফ গনসালভেজ আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে পড়াশোনা ও গঠনের মধ্য দিয়ে আমি আবার সেমিনারীতে ফিরে আসি এবং ম্যাথিস হাউসে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করি। এখানে আমি অনেকের স্নেহ ও সহযোগিতা পাই। পরবর্তীতে নবিসিয়েট, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার জন্য কেনিয়ায় যাওয়ার সুযোগ পাই। সেখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে বিশ্বাসকে নতুনভাবে উপলব্ধি করি। অবশেষে, ঈশ্বরের কৃপা ও সকলের ভালোবাসায় আজ আমি একজন সন্ন্যাসজীবনে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি হয়ে উঠেছি। এই দীর্ঘ যাত্রায় পাওয়া ভালোবাসা ও দিকনির্দেশনা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি। আমি যাজক হয়েছি ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষের সেবা করার জন্য। বিশেষভাবে দরিদ্র, অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। তাদের শিক্ষা, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন এবং মানবিক মূল্যবোধ গঠনে কাজ করে খ্রিস্টের ভালোবাসা জীবনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই। ভক্ত জনগণের কাছে আমার প্রত্যাশা হলো তারা যেন দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরের পথে চলেন এবং নিয়মিত প্রার্থনা, ধর্মীয় আচার ও মণ্ডলীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে যেন সক্রিয়ভাবে সবকিছুতে অংশগ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত:

নাম	: ফাদার জেরোম মাসেনটিং সুটিং সিএসসি
পিতা	: রয় রোমারিও সুঃঙ
মাতা	: রোজমেরী লেছমী সুটিং
জন্মস্থান	: লংলিয়া পুঞ্জি
জন্ম	: ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
ধর্মপল্লী	: শ্রমিক সাধু যোসেফ ধর্মপল্লী, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
ভাইবোন	: ৫ ভাইবোন

ফাদার তপন দাস

ঈশ্বর আমাকে তার শ্রেষ্ঠ ও মহামূল্যবান অনুগ্রহ দান করেছে, অর্থাৎ তাঁর যাকত্বের অংশীদারীত্ব হতে। তাঁর ভালবাসার চূড়ান্ত মহিমা হল তিনি আমাকে তার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য প্রেরণ করেছেন। দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁও ধর্মপল্লীর বিশ্রামপুর গ্রামের একটি আদর্শ খ্রিস্টীয় পরিবারে আমার জন্ম। ছোটবেলায় সবার অনেক আদরে আমি বড় হয়েছি। প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল দূরে থাকায় আমার গ্রামের বাড়িই ছিল আমার একমাত্র বিদ্যালয়। তাই ছোটবেলা আমার জীবন ও জগত এগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যা হলে রোজারি মালা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতাম এবং বিভিন্ন প্রার্থনা সভা পরিচালনা করতাম। ছোটবেলা থেকেই যাজক হওয়ার জন্য আমার ছিল প্রবল আগ্রহ। আমার মধ্য যে ফাদার হওয়ার সুপ্ত বাসনা তা প্রাত্যহিক জীবনে লালন পালন করতে থাকি রোজারি মালা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষার শেষে এক সপ্তাহব্যাপী মেট্রিক কোর্সে যোগদান করি দিনাজপুর মাতা সাগর পালকীয় কেন্দ্রে। কোর্স শেষে Come and see-তে যোগদান করি। তবে সেমিনারীর নিয়ম-নীতি অনেক কঠিন মনে হত, তবে যে কয়েক দিন ছিলাম সঠিকভাবে নিয়ম-কানুন পালন করেছি। পরবর্তীতে সেমিনারীতে যাওয়ার জন্য আমার ডাক আসে। একদিন ফাদার আমাদের বলেন আমরা তিনজন সেমিনারীতে যাওয়ার জন্য অনুমতি লাভ করেছি। তাই তিনি আমাদের এক সপ্তাহ মিশনে থাকার ব্যবস্থা করেন। অবশেষে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে মে মাসের ৯ তারিখে দিনাজপুর সুইহারী ইন্টারমেডিয়েট যীশুর নাম গৃহ সেমিনারীতে প্রবেশ করি। প্রথম প্রথম সেমিনারী পরিবেশে অভ্যস্ত ছিলাম না তবে ধীরে ধীরে আমার আহ্বান আবিষ্কার করতে থাকি। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর ঢাকায় অবস্থানরত সাধু যোসেফের সেমিনারী রমনাতে যাত্রা শুরু করি ডিগ্রী পড়ার জন্য। ডিগ্রী পরীক্ষা শেষে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বুলাকীপুর, যীশু ধ্যান নিলয়ে আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করি। সেখানে প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক চর্চার মধ্য দিয়ে নিজের জীবন আহ্বান আবিষ্কার করি। এখানেই আমি যাজকীয় জীবনাহ্বানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। বুলাকীপুর আধ্যাত্মিক কোর্স শেষে বনানী সেমিনারীর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি। সেমিনারীর গঠন জীবনে ৬ বছর দর্শন ও ঐশতত্ত্ব পড়াশোনা করেছি ও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছি। পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে তৃতীয় বছর বেদীসেবক পদ এবং শুভ্রপোশাক লাভ করে নিজ ধর্মপ্রদেশে ফিরে আসি এক বছর পালকীয় অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। যাজকীয় জীবন আহ্বান সম্পর্কে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী বলেছেন, "যাজকত্ব হল যিশুর হৃদয়ের ভালবাসা"। এই ভালবাসার আহ্বানে সাড়া দিতে আমিও আহূত। তাই তো যিশুর হৃদয়ের ভালবাসায় নিজেকে সিক্ত করতে, নিংড়ে দিতে এই জীবন পথে হাঁটছি।

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত:

নাম	: ফাদার তপন দাস
জন্ম	: ৬ নভেম্বর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

১২

পিতা : লব এভেদিউস দাস

মাতা : কিরণ দাস

ভাই-বোন : ০৩ ভাই, ০১ বোন, অবস্থান -৪র্থ

গ্রাম : বিশ্রামপুর

ধর্মপল্লী : ধন্যা কুমারী মারীয়া অমলোদ্ভবা ঠাকরগাঁও ধর্মপল্লীর

ফাদার নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

আমার আহ্বান জীবনে বাবা মায়ের প্রভাব ও অবদান অপরিসীম। বাড়িতে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মা আমাদেরকে নিয়ে পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করতেন। পরিবারের সকলে জানতো ও বলতো আমাদের ভাইদের মধ্যে আমি অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর বনপাড়া সাধু পোপ ষষ্ঠ পল সেমিনারীতে যাব। অষ্টম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বনপাড়া সেমিনারীতে "এসো, দেখে যাও" প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ ক'রে ফিরে এসে আশায় দিন গুণছিলাম। কিন্তু সেই আমি সেমিনারীতে যাওয়ার সুযোগ পেলাম না। যেটা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল। কোনভাবেই যেন তা মেনে নিতে পারছিলাম না। এখন উপলব্ধি করি, তখন পিতা ঈশ্বর আমাকে আরো ভাল প্রস্তুতি ও যোগ্য হয়ে ওঠার সুযোগ ও সময় দিয়েছিলেন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে নটর ডেম পড়াকালীন খ্রিস্ট দর্শন সেমিনারীতে (ম্যাথিস হাউজ) প্রবেশ করি। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই পবিত্র ক্রুশ নভিশিয়েটে প্রবেশ করি। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই, পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘে প্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করি। সময়ের পরিক্রমায় ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ নভেম্বর আমরা রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের সাতজন ডিকন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও কর্তৃক একসাথে যাজকীয় অভিষেক লাভ করি। এই সাতজনের মধ্যে আমরা আপন দুই ভাই ছিলাম; আমার দাদা ফাদার অনু যোয়াকিম গমেজ এবং আমি ফাদার নয়ন যোসেফ গমেজ, সিএসসি। আমি সন্ন্যাসব্রতী যাজক হয়েছি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করার জন্য। এই যাজকীয় জীবনের মধ্যে আমার জীবনের মাহাত্ম্য আমি উপলব্ধি করি।

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্তঃ

নাম : ফাদার নয়ন যোসেফ গমেজ, সিএসসি

পিতা-মাতা : মি. জন গমেজ ও মিসেস আগ্নেশ রীতা গমেজ

জন্ম : ০৮ নভেম্বর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার

জন্মস্থান : কদমতলী, ফৈলজানা, চাটমোহর, পাবনা

ভাইবোন : চার ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয়

ধর্মপল্লী : সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্মপল্লী, ফৈলজানা

ধর্মপ্রদেশ : রাজশাহী

ফাদার অনু যোয়াকিম গমেজ

আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান যে কখন-কিভাব আসে সেই রহস্যটা আমরা সহজে বুঝে উঠতে পারি না। আমি আজকের নব-অভিষিক্ত ফাদার অনু যোয়াকিম গমেজ; আমি ছোটবেলায় কোন দিনও চিন্তা করি নাই আমি একজন যাজক হব। পরিবারে আমরা চার ভাই। আমাদের ছেলেবেলায় পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব বেশি স্বচ্ছল ছিল না। আমাদের গ্রামের পূর্ব পাশে কদমতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমি পড়াশোনা করি। আমি ও আমার ভাই নয়ন প্রতিদিন সকালের খ্রিস্টযাগে আমাদের গির্জায় যেতাম। আমাদের পরিবারে সবাই বলতো নয়ন ভাইকে ফাদার লাইনে দিবে। তবে আমি ও আমাদের পরিবার কোন দিন চিন্তাও করি নাই যে আমিও ফাদার লাইনে যাব। কদমতলী সরকারি প্রাইমারী স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার পর আমাদের মিশন স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হই। আমাদের মিশন স্কুলটা ছিল জুনিয়র হাই স্কুল। তাই অষ্টম শ্রেণিতে এসে আমার ক্লাশমেটরা সবাই যে যার মত সেমিনারীতে কিংবা হোস্টেলে যাবে ঠিক করেছে। একদিন আমার এক ক্লাশমেটের পরামর্শে আমার মাথায় সেমিনারীতে যাওয়ার চিন্তা প্রবেশ করে। তাই বিষয়টি আমি আমার মায়ের সাথে সহভাগিতা করলাম। কিন্তু আমার মা প্রথমে রাজি না হলেও পরে রাজি হয়। পরে আমরা ছয়জন বনপাড়া পোপ ষষ্ঠ পল সেমিনারীতে "এসো, দেখে যাও" প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করি। পরে দেখা গেল আমাদের ধর্মপল্লী থেকে ছয়জনের মধ্যে আমরা দুইজন চান্স পাই। এইভাবে আমার ফাদার হওয়ার জন্য সেমিনারী জীবনের যাত্রা শুরু। সেমিনারীতে যাবার পর আমার আত্মীয়স্বজনসহ অনেকেই উৎসাহ দিয়েছেন। আমার জন্য প্রার্থনা করেছেন। আজকে আমার জীবনের এই মহতি লগনে আপনাদের প্রত্যেককেই আমি অনেক অনেক আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি সবসময় উপলব্ধি করি, যাজকীয় জীবনে হাঁটতে হলে ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই সাথে প্রয়োজন অকৃত্রিম আত্ম-প্রচেষ্টা এবং বাবা-মায়ের আশীর্বাদ, আন্তরিক প্রার্থনা ও সমর্থন।

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্তঃ

নাম : ফাদার অনু যোয়াকিম গমেজ

পিতা-মাতা : মি. জন গমেজ এবং মিসেস আগ্নেশ রীতা গমেজ

জন্ম : ০১ জুলাই ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার কদমতলী, ফৈলজানা, চাটমোহর, পাবনা

ভাইবোন : চার ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়

ধর্মপল্লী : সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্মপল্লী, ফৈলজানা

ধর্মপ্রদেশ : রাজশাহী

পরিশেষে বলা যায় যে, যাজকীয় জীবন হলো ত্যাগ, সেবা এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসার এক পরম নিদর্শন। এটি এমন একটি পথ যেখানে একজন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা ও জাগতিক আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে নিজেকে সঁপে দেন। যাজকীয় জীবনের এই আহ্বান কেবল ব্যক্তিগত পবিত্রতা অর্জনের জন্য নয়, বরং অন্ধকারের মধ্যে আলোর মশাল হয়ে সমাজকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য। যারা এই আহ্বানে সাড়া দেন, তারা হয়ে ওঠেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং মানুষের আধ্যাত্মিক অভিভাবক। তাই এই জীবনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং এর মর্যাদা রক্ষা করা কেবল যাজকের একার নয়, বরং সমগ্র বিশ্বাসী সমাজের দায়িত্ব। অনাগত দিনে এই পবিত্র আহ্বানের মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রেম, শান্তি এবং আধ্যাত্মিক জাগরণ অব্যাহত থাকবে।

সাধু যোসেফ: ঐশ পরিকল্পায় একজন প্রেরণকর্মী

ফাদার জনি হিউবার্ট গমেজ

সাধু যোসেফ মানব মুক্তির ইতিহাসে এমন এক অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব, যার নীরব উপস্থিতি বস্তুত ঈশ্বরের সর্বদাই প্রকাশ করে। ঐশ মহিমা তাঁর নম্রতায় কতই না পরিশীলিত ও মনোরম রূপে আমাদের কাছে ধরা দেয় যা সত্যিই প্রাণবন্ত, হৃদয়গ্রাহী ও ফলপ্রসূ। যদিও সুসমাচারসমূহে তাঁর মুখনিঃসৃত কোন বাণী সংরক্ষিত নেই, তথাপি তাঁর নীরব উপস্থিতি, ধ্রুব বিশ্বাস, নিঃশর্ত আনুগত্য, নিঃস্বার্থ প্রেম ও পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন ঐশ পরিত্রাণকল্পে তাঁকে একজন প্রকৃত প্রেরণকর্মী হিসেবে মহিমান্বিত করেছে। তিনি কথায় নয়, কর্মে; আত্মপ্রকাশে নয়, আত্মসমর্পণে; এবং স্বীয় দক্ষতায় নয়, ঐশ ক্ষমতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত আছে যে, সাধু যোসেফ এমন একজন ধার্মিক ব্যক্তি, যিনি ঐশ আহ্বান নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন, এবং অনতিবিলম্বে তা পালন করেন *(মথি ১:২৪)*। এভাবেই সাধু যোসেফের জীবন দর্শন প্রেরণকর্মে রূপান্তরিত হয়। তিনি বিশ্বাসে যা অনুধাবন করেন, সেবাকর্মে তা বাস্তব করে তুলেন।

সাধু যোসেফের পিতৃত্ব ধর্মতাত্ত্বিক ও মানবিক উভয় দৃষ্টিকোন থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি জৈবিক অর্থে যিশুর পিতা নন, কিন্তু ঐশ বিধানে তিনি যিশুর প্রকৃত, মানবিক ও বৈধ পিতৃত্ব পালন করেন। এই পিতৃত্ব কোন দখলদারী কর্তৃত্ব নয়, বরং রক্ষাকারী দায়িত্ব, একনিষ্ঠ পরিচর্যা ও প্রেমপূর্ণ প্রতিপালনের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। তিনি বিশ্বাসের আনুগত্যে যিশুকে নিজের জীবনে গ্রহণ করেন, আপন গৃহে বরণ করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ফলশ্রুতিতে, তাঁর পিতৃত্ব ঐশ্বরিক যত্নের দৃশ্যমান নিদর্শনে পরিণত হয়। সাধু যোসেফ ঐশ পিতার বিকল্প নন, বরং ঈশ্বরের একক পিতৃত্বের পার্থিব প্রতিফলন। তিনি যিশু ও মারীয়ার প্রতি তাঁর অবারিত প্রেমকে কেবলই আবেগ প্রকাশের মানদণ্ডে সীমিত না করে দায়িত্ব, আত্মনিবেদন ও তত্ত্বাবধানের রূপ দান করেছেন।

সাধু যোসেফের আনুগত খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার এক উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি কখনো অভিযোগ বা অনুযোগ করেননি। সুসমাচারে প্রতীয়মান যে, ঈশ্বরের আহ্বানে তিনি কোন রকমের আত্মপক্ষ সমর্পণ, ক্ষোভ প্রকাশ বা প্রতিরোধ গড়ার মানসিকতা প্রকাশ করেননি। এখানে তাঁর আনুগত্য অন্ধ নয়, বরং বিশ্বাসে আলোকিত। অতএব, তাঁর এই আনুগত্যকে নিষ্ক্রিয় সমর্পণ মনে করা একবারেই যথার্থ নয়, বরং তা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সক্রিয় আস্থা, নৈতিক দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের সাহসী চর্চার পরিপক্ক প্রকাশক। সাধু যোসেফ শিক্ষা দেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সত্য আনুগত্য মানে আপন বুঝ অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়া নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে পথ চলা।

ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনায় নিজেকে সঁপে দিতে সাধু যোসেফ কখনো ঝুঁকি নিতে পিঁছপা হননি। কোন দায় থাকা না সত্ত্বেও এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে মারীয়াকে গ্রহণ করা; যিশুকে হেরোদের হাত থেকে রক্ষা করা; কিংবা মিশরে পলায়ন করে নির্বাসনে এক অনিশ্চিত জীবন বরণ করা সবই ছিল প্রেরণকর্মে তাঁর দক্ষতার পরিণত প্রতিফলন।

ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের তাগিদে তিনি আরাম, স্থিরতা, নিরাপত্তা, ঠিকানা, এমনকি পরিচিত জীবনব্যবস্থাও কোন আপত্তি ছাড়াই বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁর এই আত্মদান লোক দেখানো বা শোনানো নয়, বরং তা নীরব, সৃজনশীল ও কার্যকর। তিনি সংকটকে পলায়নের কারণ না বানিয়ে সেবা ও সুরক্ষার নতুন ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। সাধু যোসেফ জীবনসাক্ষ্য দেন যে, ঐশ পরিত্রাণকল্পে আত্মত্যাগ, স্থানচ্যুতি, অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি ও যাতনা পথসঙ্গী হলেও ভয়ের কোন অবকাশ নেই, কেননা বিশ্বাসপূর্ণ অন্তর সেই কন্টকাকীর্ণ পথেও ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে চিনে নিতে পারে।

সাধু যোসেফের শ্রমজীবী পরিচয় যেন ঈশ্বরের মহান সৃষ্টিকর্মকেই প্রতিনিধিত্ব করে। একজন কাঠমিস্ত্রী হিসেবে তিনি হলেন নির্মাতা, শ্রমিক ও পুনর্গঠক। এই পরিচয় কেবল সামাজিত স্বীকৃতি বা অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি দান করে না, বরং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। তিনি অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে খসখসে কাঠকে উপযোগ সৃষ্টিকারী একটি পরিচয় দান করেন; ধ্বংসের পরিবর্তে নির্মাণ করেন; ভেঙ্গে যাওয়া বস্তুকে পুনর্গঠন করেন। ঐশ পরিকল্পনায় সাধু যোসেফের এই পেশাগত সাদৃশ্যই যিশুকে জীবন গড়ার কাজে প্রস্তুত করে তুলে। যে পুত্র নাজারেথের গৃহে তাঁর তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেন, তিনি পরবর্তীতে মানুষের ভগ্নতাকে পূর্ণতা ও দূর্বলতাকে সবলতায় রূপান্তরিত করেন। তাই তো খঞ্জ চলতে পারে, অন্ধ দেখতে পারে, কুষ্ঠরোগী সুস্থ হয়, পাপী সাধু হয় এবং মৃত জীবন পায়। তাই সাধু যোসেফের শ্রম কেবল জীবিকা নয়, বরং পরিত্রাণের প্রস্তুতি, যেখানে দৈনন্দিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মুক্তিদায়ী পরিকল্পনার বাহন হয়ে উঠে।

নম্রতা সাধু যোসেফের ব্যক্তিত্বকে আরো মহিমান্বিত করেছে। তিনি সম্মানের লোভ করেননি; আত্মতুষ্টি জাহির করেননি; কিংবা নিজেকে মহানও করেননি। তিনি ছায়ায় অবস্থান করেছেন যেন যিশুর আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারেন। এই বিনয় আত্ম-অবমূল্যায়ন নয়, কিন্তু ঐশ পরিকল্পনায় নিজের যথার্থ স্থান চিহ্নিত করার আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা। তিনি ভালো করেই জানেন যে, এই আহ্বান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়, বরং যিশুকে প্রতিপালক করার অনুগ্রহ; নিজের কথা বলার জন্য নয়, কিন্তু ঐশবাণী প্রচার করার সেবাকাজ। সুতরাং, তাঁর নীরবতা দুর্বলতার নামান্তর নয়, বরং অন্তর্মুখী পবিত্রতা, মননশীল বিশ্বাস ও আত্মদানের পরিপক্কতা। সাধু যোসেফের জীবন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঐশরাজ্যে প্রকৃত মহত্ত্ব প্রায়ই নীরব, অদৃশ্য ও আত্মবিস্মৃত সেবার মধ্যেই বিকশিত হয়। তাঁর এই বিনয় তাঁকে আরো গরিমামণ্ডিত করে, কারণ তিনি নিজের মহিমা নির্মাণ করেন না, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা ধারণ করেন।

অতএব, সাধু যোসেফ সত্যিই একজন ভগবান অন্বেষী সাধক ও পরিত্রাণকল্পে প্রেরিত পুরুষ। তিনি যিশুকে প্রতিপালন করে ঐশপ্রেম প্রতীয়মান করেছেন। তিনি আনুগত্যে বিশ্বাসের শক্তি প্রকাশ করেন। তিনি অনিশ্চয়তায় সাহসী, শ্রমে নিষ্ঠাবান ও বিনয়ে মহৎ। তাঁর জীবন প্রমাণ করে যে, পরিত্রাণের ইতিহাস শুধু কথার ফুলঝুরি, জনপ্রিয়তা বা বাহাদুরির মাধ্যমে অগ্রসর হয় না, বরং নীরব সেবা, দৈনন্দিন সেবাকাজ ও ঈশ্বরের প্রতি অবিচল আস্থাই ঐশ পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করে। সাধু যোসেফের জীবন ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বিশ্বাসে গ্রহণ করতে, দায়িত্বকে প্রেমে রূপান্তরিত করতে, এবং দৈনন্দিন শ্রমকে পরিত্রাণের উপায় মনে করতে আমাদের আহ্বান করে। তাঁর মধ্যে খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য এমন এক মহান সাধুকে প্রত্যক্ষ করে যে, যিনি নীরব হলেও শক্তিশালী, বিনম্র হলেও মহিমান্বিত এবং অদৃশ্য হলেও পরিত্রাণ পরিকল্পনায় অপরিহার্য।

আহ্বানে সাড়া দান হলো ঐশ কৃপার ফল

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

"প্রভু যদি ডাক মোরে, পণ করেছি ফিরব না, ফিরব না, ফিরব না।

আমার দেশে তোমার আলো নিভতে আমি দিবো না,

পণ করেছি ফিরব না" (গীতাবলী ১১৭৮)।

"আহ্বান" হলো ঐশরিক দান *(Divine Gift)*। এ দান সকলের জন্য হলেও, সকলে এ ডাকে সাড়া দিতে পারে না। ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা কৃপার মধ্যদিয়ে একজন ব্যক্তি যিশু খ্রিস্টকে অনুসরণ করে নিজের জীবন ও যৌবন মানব সেবার কাজে উৎসর্গ করেন। এ ডাক কোন ব্যক্তির নিজস্ব পরিশ্রম বা যোগ্যতার ফল নয়, বরং পবিত্র আত্মার দ্বারা মানুষের অন্তরের উপলব্ধি, গভীর তৃষ্ণা ও প্রত্যয়, যা মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে ঈশ্বরের পথে চলতে সাহায্য করে। ঈশ্বরের কৃপা বা ঐশ পরিকল্পনা ছাড়া কোন মানুষই আহ্বান জীবনে প্রবেশ করেও, সেবা দানের মধ্যদিয়ে সুখি হতে পারে না। 'আহ্বান' সবার জন্য হলেও, সাড়া দেওয়াটা সবার জন্য কখনই সম্ভব নয়। কারণ মানব সেবার মধ্যদিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করা সহজ বিষয় নয়। এ অসাধ্য ও কঠিন কাজ। একমাত্র ঐশ কৃপা বা আশীর্বাদ ছাড়া কখনও সম্ভবপর নয়। খ্রিস্টীয় জীবনে আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ঐশরিক দানের প্রধান দিকগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

ক) অনুগ্রহ (Grace): আহ্বান ঈশ্বরের অবাধ অনুগ্রহ, যা কোন যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না, বরং ঐশ কৃপা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে থাকে। আহ্বান হলো যিশুর চরণে নিজেকে সঁপে দেওয়া। আহ্বানের সাড়া দানের মধ্যদিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে উৎসর্গ করা মানুষের পক্ষে খুবই কষ্টকর ও অসাধ্য হলেও, পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও কৃপায় সম্ভব। "এই তো আমি এসেছি প্রভু, তোমার কাছে, দেহ মন প্রাণ সঁপে দিতে" (গীতাবলী ১২১৪)। এই উপলব্ধি বা আহ্বান জীবনে সাড়া দান পবিত্র আত্মার আলো ছাড়া আমাদের পক্ষে বলা অসম্ভব। কারণ আহ্বানে সাড়া দানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যিশুর ইচ্ছা অনুসারে জীবন যাপন করা, যেমন যিশু বলেছেন ও করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক" *(লুক ২২: ৪২ পদ)*। আহ্বান জীবনে সাড়া দিয়ে পিতার ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপন করা সত্যিই মানুষের পক্ষে অসাধ্য হলেও ঐশকরুণায় সবই সম্ভব। তাই, যারা আহ্বান জীবনে আছেন, তারা যিশুর সাথে সংযুক্ত থেকেই মানব সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে থাকেন। সুতরাং বলা যায় যে, ঐশ আহ্বান হলো এক বিশেষ কৃপা বা আশীর্বাদের ফল, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়ে থাকি।

খ) হৃদয়ের পরিবর্তন (Conversion): 'আহ্বানে সাড়া দিয়ে যিশুর পথে চলার জন্য যেমন মানসিক ও আত্মিক শক্তির প্রয়োজন তেমনি মনের ও হৃদয়ের পরিবর্তন প্রয়োজন। হৃদয়ের পরিবর্তন ছাড়া যিশুর পথে চলা যায় না। হৃদয় দিয়ে যিশুকে ভালোবাসার সাথে সাথে নিজের পরিবর্তন প্রয়োজন। হৃদয়ের পরিবর্তন জীবনের পরিবর্তন আনে, যা জীবন পথে যিশুর আদর্শ ও শিক্ষাকে অনুসরণ করতে প্রেরণা দেয় ও শাক্তি যোগায়। যিশু বলেছেন "এসো আমাকে অনুসরণ কর"। এ ডাকে সাড়া দেওয়ার সাথে সাথে হৃদয়ের পরিপক্কতা বা (Conversion) শুরু হয়। এই পরিবর্তন আসে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যদিয়ে, কারণ জীবনের পরিবর্তন ছাড়া বা পাপময়তা জীবনের ত্যাগ ছাড়া, যিশুর শিষ্য হওয়া যায় না বা আহ্বানে সাড়া দেওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। তাই হৃদয়ের ও মনের পরিবর্তন ছাড়া যিশুকে গ্রহণ করা যায় না ও যিশুর পথে চলতেও পারা যায় না। যিশু আরো বলেছেন যে, "প্রতি দিনকার ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ কর"। এ ক্রুশ গ্রহণ, বহন ও ক্রুশের বোঝাকে লাঘব করার জন্য হৃদয়ের পরিবর্তন দরকার। ক্রুশ হলো আমাদের প্রতিদিনের দুঃখ, কষ্ট, চাওয়া-পাওয়া বা চ্যালেঞ্জসমূহকে সুন্দরভাবে বহন বা গ্রহণের মাধ্যমে জীবন (Conversion) বা হৃদয়ের পরিবর্তন হয়।

গ) পরিচর্যায় বা সেবায় আত্মনিয়োগ: যিশু সাড়া জীবন মানব সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। বাইবেলে যিশু আমাদের শিক্ষা দিয়ে বলেছেন যে, "সেবা কর দুঃখীজনে, সেবা কর আর্তজনে, সেই তোর খ্রিষ্টসেবা" (গীতাবলী ২০৮)। আহ্বান হলো সেবা পাওয়ার জন্য নয়, বরং সেবা প্রদানের জন্য। যিশু নিজেই সে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি সেবা পেতে আসি নি, বরং সেবা করতে এসেছি"। খ্রিস্ট ধর্মেও বিশেষ দিক হলো সেবা করা। আমরা যখন প্রতিবেশিদের বিশেষ করে, যারা গরীব, দুঃখী, অনাথ, অনাহারী, বস্ত্রহীন, যাদের পাশে কেউ নেই তাদেরকে আপন করে নেওয়াই আহ্বান জীবনের প্রধান লক্ষ্য। আহ্বানে নিঃশর্ত সাড়া দান হলো আত্মনিবেদন, যা প্রকাশ পায় আহ্বানে সাড়া দনের মধ্য দিয়ে।

ঘ) বিশ্বাসের যাত্রায় অবিচল থাকা: "আহ্বানে সাড়া দান" হলো বিশ্বাসের যাত্রায় অবিচল থাকা। গভীর বিশ্বাস ছাড়া আহ্বান জীবন যাপন করা যায় না। আমরা যখন আহ্বান জীবনের যাত্রা শুরু করি তখন থেকেই বিশ্বাসের যাত্রা শুরু হয়। আহ্বান হলো বিশ্বাসপূর্ণতা যা, আমরা জন্মের মধ্যদিয়ে, পিতা-মাতা বা মণ্ডলীর শিক্ষা থেকে পেয়েছি। সেই বিশ্বাস নিয়ে যিশুকে অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জীবন একটি উত্তম মাধ্যম। এটি একটি বিশ্বাসের অবিচল যাত্রা। যিশু নিজেই আমাদের ডাকেন ও লালন-পালন করেন। তিনি আমাদের বিশ্বাসের পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করেন। বিশ্বাসের পরিপুষ্টতা লাভ করতে তিনিই আমাদের সাথে সাথে পথ চলেন। এম্মাউস গ্রামে যখন দুই জন শিষ্য যাচ্ছিলেন, তখন যিশু যেমন তাদের সাথে সাথে পথ চলছিলেন ও আলাপ-আলোচনা করে সঠিক শিক্ষা দিয়েছিলেন একইভাবে যিশু আমাদের সাথে পথ চলেন ও চলার প্রেরণা ও সাহস দান করেন এবং বিশ্বাসের জীবনে অটল থাকতে শক্তি যুগিয়ে থাকেন। আহ্বান জীবনে বিভিন্ন সময়ে চ্যালেঞ্জ, বাঁধা-বিপদ আসলে তিনি নিজেই আমাদের হাত ধরে নিয়ে চলেন। সেই জন্য আহ্বান জীবনে কখনও পিছু পা হওয়া উচিৎ না, বরং যিশুর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রেখে পথ চলতে হয়। আমরা যতই দুর্বল, যিশু আমাদের সবল করে তুলে সামনের দিকে নিয়ে যায়। প্রবক্তা যিশাইয়ার গ্রন্থে পাই যে, "ঈশ্বরের হাতের তালুতে আমাদের নাম লেখা রয়েছে", অর্থাৎ আমাদের জন্মের পূর্বেই ঈশ্বর আমাদের জানেন, মনোনীত করেছেন ও কাজে নিয়োগ দিয়েছেন। তাই বলা যায় যে, আমাদের আহ্বান হলো বিশ্বাসের গভীরে প্রবেশের যাত্রা। এ যাত্রা শুরু হয় যিশুর ডাকে সাড়া দানের পর থেকে এবং শেষ যাত্রার পরিপূর্ণতা পায় ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার মধ্যদিয়ে।

ঙ) নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য আহ্বান: "আহ্বান" একটি সার্বজনীন ডাক হলেও, ঈশ্বর বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের জন্য ডাকেন। তিনি মানুষের বাহ্যিকতা নয় বরং অন্তরটা বা ঐশ গুণাবলী দেখে ডাকেন বা মনোনীত করেন। পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখি যে, যিশুর ডাকে সাড়া দিয়ে, আমাদের মধ্যে অনেকে, শিক্ষক, প্রচারক, সেবক, গায়ক, শিল্পী, ধর্মীয় জীবন গ্রহণ করে মণ্ডলীতে ও সমাজে সেবা প্রদান করে নিজের

(বাকি অংশ ১৬ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

নীরব প্রেমিক যোসেফ

সুব্রত রিচমন্ড জয়ধর

পবিত্র বাইবেলে কয়েকজন যোসেফকে দেখতে পাওয়া যায়। পুরাতন নিয়মে যাকোবের বারো পুত্রের এগারতম পুত্র যোসেফ। তিনি স্বভাবে বিনয়ী এবং বাবার একান্ত বাধ্যগত সন্তান। স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে এবং পরবর্তীতে মিসরের শাসনকর্তা ও একজন আদর্শ নেতা হিসাবে তাকে দেখতে পাওয়া যায়।

নতুন নিয়মের সুসমাচারে *(লুক ২৩:৫০-৫৬)* যিহূদী মন্ত্রীসভার সদস্য অরিমাথিয়ার যোসেফের বিষয়ে লেখা রয়েছে। তাঁর নিজের জন্য ক্রয়কৃত কবরেই যিশুর দেহকে সমাহিত করা হয়েছিল। এছাড়াও আরও একজন যোসেফ বাইবেলে বিশেষ ঘটনার স্বাক্ষী হয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ইতিহাসের এ কিংবদন্তী পুরুষ আচরণে ও মননে এক বিনম্র স্বভাবের ব্যক্তিত্ব। এক কথায় সাদা মনের মানুষ। তিনি জড়িয়ে ছিলেন এক মহীয়সী নারীর জীবনের সঙ্গে। সেই নারী সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নারী, নাম তার মারীয়া। এ নারীর গর্ভেই মানবের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিস্টের জন্ম হয়। এ কারণেই ইতিহাসে যোসেফের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। আমি এ লেখাটিতে সেই যোসেফ যে দায়ূদের বংশজাত অর্থাৎ যিশুর পালক পিতা ও মারীয়ার স্বামী ছুঁতোর মিস্ত্রী তথা শ্রমিক যোসেফের বিষয়ে আলোচনা করব।

কে এই সাদা সিধে মানুষটি:

অন্য দশজন মানুষের মত যোসেফের জীবনেও ঐতিহ্যময় অতীত ইতিহাস রয়েছে। কারণ তিনি ছিলেন আব্রাহামের ও দায়ূদ বংশের লোক। তাঁর বিষয়ে লেখা আছে- "এইভাবে আব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ থেকে বাবিলে বন্দী করে নিয়ে যাবার সময় পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; বাবিলে বন্দী হবার পর থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।" *(মথি ১:১৭ পদ)*

তাঁর বিয়ের কথা চলছিল :

যিহূদী যুবক যোসেফ। বিয়ে করবেন আরেক যিহূদী রমণী মারীয়াকে। সামাজিক রীতিনীতিতে তাদের বাগদান হয়েছে। এ বিষয়ে লূক লিখেছেন-"রাজা দায়ূদের বংশের যোষেফ নামে একজন লোকের সংগে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল।"*(লুক ১:২৭ পদ)*

এমনি একটি বিয়ের প্রস্তুতির ঘটনার মাধ্যমে দু'টি জীবনের পবিত্র বিয়ে অনুষ্ঠানের আদর্শিক দিকটি ফুটে উঠেছে।

লোক ভয়:

"মারীয়ার স্বামী যোসেফ সৎ লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি লোকের সামনে মারীয়াকে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না; এইজন্য তিনি গোপনে তাঁকে ছেড়ে দেবেন বলে ঠিক করলেন।" *(মথি ১:১৯ পদ)* লোকেরা তাঁকে একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবেই জানত। তাই স্বভাবতই তিনি নিজেকে ঝামেলা মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। লোকের নানা রকম উস্কানিমূলক কথার ভয় তাঁকে অগ্রিম পেয়ে বসেছিল। তাই মনের সরলতায় এ অবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।

দর্শন লাভ:

নানা চিন্তা ও উদ্বিগ্নতায় তিনি বিহ্বল হলেন। এ সময়ে- "যোসেফ যখন এই সব ভাবছিলেন তখন প্রভুর এক দূত স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে বললেন, "দায়ূদের বংশধর যোসেফ, মারীয়াকে বিয়ে করতে ভয় করো না, কারণ তাঁর গর্ভে যা জন্মেছে তা পবিত্র আত্মার শক্তিতেই জন্মেছে। তাঁর একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।" *(মথি ১:২০-২১ পদ)*

যোসেফ স্বপ্নে যে নির্দেশ পেলেন তা তিনি পালন করলেন। কারণ তিনি ঈশ্বরের বাধ্য ছিলেন।

"প্রভুর দূত যোসেফকে যেমন আদেশ দিয়েছিলেন, ঘুম থেকে উঠে তিনি তেমনই করলেন।"*(মথি ১:২৪ পদ)*

নাম লেখাতে বেথলেহেমে:

যোসেফ নাগরিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। এটি বোঝা যায় যখন আদমশুমারি হয় তখন নিজের নাম নিজের গ্রামে লিপিবদ্ধ রাখার জন্য তিনি যে নাসরত নগরে থাকতেন সেখান থেকে পৈত্রিক নিবাসে অর্থাৎ বেথলেহেমে যান। লুক তাঁর সুসমাচারে লিখেছেন- "সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরীণিয়ের সময়ে এই প্রথমবার লোকগণনার জন্য নাম লেখানো হয়। নাম লেখাবার জন্য প্রত্যেকে নিজের নিজের গ্রামে যেতে লাগল। যোসেফ ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশের লোক। রাজা দায়ূদের জন্মস্থান ছিল যুদেয়া প্রদেশের বেথলেহেম গ্রামে। তাই যোসেফ নাম লেখাবার জন্য গালীল প্রদেশের নাজারেথ গ্রাম থেকে বেথলেহেম গ্রামে গেলেন।" *(লুক ২:২-৪)*

মিসরে গেলেন:

বেথলেহমে এসে যোসেফ একটু আশ্রয়ের জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা উপেক্ষা করে কত ব্যাকুল হয়ে ঘুরলেন। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে অবশেষে একটু সামান্য আশ্রয় হল। বেথলেহেমে থাকতেই যিশুর জন্ম হল। শুইয়ে রাখা হল যাবপাত্রে। রাজাদের রাজা খ্রিস্ট যিশুর জন্ম হল এমনি অবহেলা আর অনাদরে! ওদিকে স্বর্গীয় দূতের মাধ্যমে মুক্তিদাতা খ্রিস্টের জন্মের বারতা প্রকাশিত হল মাঠের রাখালদের কাছে।

রাখালগণ যিশু ও মারীয়ার সাথে যোসেফকে সেখানে দেখতে পেলেন। যিশুর আগমনে তাঁর সমস্ত ক্লান্তি যেন মুছে গেছে। পরম আনন্দ ও ভক্তিতে যোসেফের হৃদয় উদ্বেলিত।

এরপর উপস্থিত হলেন প্রাচ্যের পণ্ডিতগণ। সঙ্গে উপহার আনলেন স্বর্ণ, কুন্দুর ও গন্ধরস! যোসেফের মনে এবার আরো আনন্দ, এ যেন আনন্দের ফল্গুধারা!

কিন্তু না! পণ্ডিতেরা চলে গেলে সেই রাতের একটি স্বপ্ন তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। স্বপ্নটি হল-"পণ্ডিতেরা চলে যাবার পর প্রভুর এক দূত স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিয়ে বললেন, "ওঠো, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে যাও আর আমি যতদিন না বলি ততদিন পর্যন্ত সেখানেই থাক, কারণ ছেলেটিকে মেরে ফেলবার জন্য হেরোদ তাঁর খোঁজ করবে।" তখন যোসেফ উঠে সেই ছেলে ও তাঁর মাকে নিয়ে সেই রাতেই মিশরে রওনা হলেন এবং হেরোদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেখানেই রইলেন।" *(মথি ২:১৩-১৪)*

"ওঠো, ছেলেটি এবং তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে যাও। ছেলেটিকে যারা মেরে ফেলতে চেয়েছিল তারা মারা গেছে।" তখন যোসেফ উঠে সেই ছেলেটি ও তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে গেলেন।

যুদেয়া প্রদেশে সেই সময় হেরোদের পরে তাঁর ছেলে আর্খিলায় রাজা হয়েছিলেন। এই কথা শুনে যোসেফ সেখানে যেতে ভয় পেলেন। পরে স্বপ্নে আদেশ পেয়ে তিনি গালীল প্রদেশে চলে গেলেন, আর নাজারেথ নামে একটা গ্রামে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এটা ঘটল যাতে নবীদের মধ্য দিয়ে এই যে কথা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়: "তাঁকে নাজারেথীয় বলে ডাকা হবে।" *(মথি ২:২২-২৩ পদ)*

মারীয়া ও শিশু যিশুকে নিয়ে যোসেফ নাজারেথ থেকে বেথলেহেম, বেথলেহেম থেকে মিশর এবং মিশর থেকে আবার যখন বেথলেহেমের দিকে যেতে প্রস্তুত হলেন তখন একটি সংবাদ তাঁর মনে আবারও ভয়ের সঞ্চার করল। তিনি জানতে পারলেন যিহূদী রাজ হেরোদের মৃত্যু হলেও তার পুত্র আর্খিলায় সেখানে রাজত্ব করছে। শিশু-হত্যার ভয়ে ভীত হয়ে তিনি নাজারেথের পথ ধরলেন। যোসেফকে আপাতঃ দৃষ্টিতে ভীরু মনে হলেও তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে জীবনের কঠিন ঝুঁকি বহনে অসীম সাহস ও মনের ইস্পাত দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। এ যেন ভাষাহীন এক শব্দ সৈনিক যিনি তাঁর ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মাধ্যমেই এক নীরব আন্দোলনের প্রকাশ ঘটালেন।

যিশুকে পরিচ্ছেদন করানো ও তাঁর নাম রাখা হয়:

যোসেফ যিহূদী ধর্মীয় অনুশাসন ও রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই তো যিহূদী নিয়ম অনুসারে আট দিন পরে তাঁকে পরিচ্ছেদনের জন্য নিয়ে এলেন। শাস্ত্র বলে- "জন্মের আট দিনের দিন যিহূদীদের নিয়ম মত যখন শিশুটির পরিচ্ছেদন করাবার সময় হল তখন তাঁর নাম রাখা হল যীশু। মায়ের গর্ভে আসবার আগে স্বর্গদূত তাঁর এই নামই দিয়েছিলেন।" *(লুক ২:২১)*

যিশুর বেড়ে উঠায় পিতার ভূমিকা :

"শিশু যিশু বয়সে বেড়ে শক্তিমান হয়ে উঠলেন এবং জ্ঞানে পূর্ণ হতে থাকলেন। তাঁর উপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছিল।" *(লুক ২:৪০)*

যিশুর বেড়ে ওঠা ও বলবান হবার ক্ষেত্রে পালক পিতা যোসেফের কি ভূমিকা থাকতে পারে? একটি পরিবারের কর্তা বা পিতা হয়ে এ কথাটি যে কোন পিতাই উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি যিশুর প্রতি পরম যত্ন ও ভালবাসায় তাঁকে গড়ে তোলেন। যোসেফ পেশায় কাঠমিস্ত্রী যিনি নিরলস পরিশ্রমের পর সৃষ্টিশীল কোন শিল্প কর্ম উপহার দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে পরিবারের স্বামী বা কর্তা হিসাবে পরিবারকে সৎপথে আর্থিক আয় ও পরিচালনা এ দু'য়ের সমন্বয়ের ফলেই যোসেফ আদর্শ স্বামী ও সার্থক পিতা হতে পেরেছিলেন।

নিস্তার পর্ব অনুষ্ঠানে যোগদান:

যোসেফ তাঁর বিশ্বাসে অবিচল ও ধর্মীয় অনুশাসন পালনে অটল ছিলেন। প্রতি বছর নিস্তার-পর্ব পালন উপলক্ষে তিনি যেরুশালেম মন্দিরে যেতেন। লুক বলেছেন- "উদ্ধার-পর্বের সময়ে যিশুর মা-বাবা প্রত্যেক বছর যেরুশালেমে যেতেন। যিশুর বয়স যখন বারো বছর তখন নিয়ম মতই তাঁরা সেই পর্বে গেলেন" *(লুক ২:৪১-৪২)*। এর মাধ্যমেই বুঝা যায় যে, তিনি একজন সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। আর পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধে তিনি ছিলেন একজন দায়িত্বশীল পিতা ও স্বামী হিসাবে একজন দায়িত্ববান নীরব প্রেমিক।

যোসেফের বিষয়ে পবিত্র বাইবেলে অনেক কিছু না থাকলেও যতটুকু পাওয়া যায় তা একজন সৎ, সরল, স্নেহশীল, দায়িত্ববান, ঈশ্বর- ভয়শীল ও ধার্মিক মানুষের জীবনের সবটুকু গুণাবলি যা আবশ্যকীয় তার সবটুকুই যোসেফের চরিত্রে পাওয়া যায়। তাই এ মানুষটি পবিত্র বাইবেলে নীরব একটি চরিত্র হয়ে থাকলেও একটি অনুকরণীয় চরিত্র যা মানুষের ভাষা, পাখির কল-কাকলী, নদীর কলতান, পাতার মর্মর শব্দ ও যন্ত্রের সপ্ত স্বরকে ছাড়িয়ে মানুষের অন্তরের গভীর প্রদেশে এক অবিনশ্বর ও চিরন্তন সুরধ্বনি সৃষ্টি করে। ৯

(১৪ নং পৃষ্ঠায় বাকি অংশ)

জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই হলো আহ্বান জীবনের সুন্দরতা ও পরিপূর্ণতা। ঈশ্বর জানেন যে, কাকে দিয়ে কি ধরনের সেবা কাজ করা সম্ভব। আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন কাজের জন্য উপযুক্ত বা উত্তম। ঈশ্বর সেই ভাবেই আমাদের ডাকেন, মনোনীত করেন ও প্রেরণ করেন। আহ্বানের আসল লক্ষ্য হলো বিশেষ কাজের জন্য আমাদের প্রেরণ করা হয়। আমরা সবাই বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য প্রেরিত ও মনোনীত হয়েছি। যে প্রেরণ কাজের জন্য ঈশ্বর আমাদের ডাকেন ও যখন আমরা সেই ডাকে সাড়া দেই, তখনই আমরা আহ্বান জীবনে সুখি হই। এই সাড়াদান একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও আগ্রহের উপর নির্ভর করে। অন্যদের সুখি বা সন্তুষ্টি করা বা পিতা-মাতার ইচ্ছাপূরণের উপর নির্ভর করে না।

চ) আহ্বান ও পরিবার অবিচ্ছিন্ন: পরিবার হলো আহ্বানের বীজতলা। পরিবার থেকে আহ্বান আসে ও পরিবার হলো আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আহ্বান আসে পরিবার থেকে, তাই পরিবার ও আহ্বান জীবন অবিচ্ছিন্ন বিষয় পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা, পরামর্শ, প্রার্থনা, উৎসাহ, প্রেরণা, ভালোবাসা, উদারতা ও আশীর্বাদ ছাড়া আহ্বান জীবনে সাড়া দেওয়া অসম্ভব। কারণ পরিবারের বন্ধন-টান, মায়া-মমতা, মন-মানসিকতা আমাদের প্রয়োজন। যিশুকে পেতে হলে পরিবারের মায়া-মোহ, পিছনের টান ত্যাগ করতে হবে। যিশু বলেছেন, "লাঙ্গলে হাত দিয়ে যে পিছনের দিকে তাকায় সে আমার যোগ্য নয়"। আহ্বান জীবন হলো ত্যাগের জীবন। পরিবারের মায়া-মোহ, আসক্তি, লোপ-লালসা ত্যাগ করতে না পারলে আহ্বান জীবনে অগ্রসর হওয়া কখনও সম্ভব নয়। কারণ আমরা যতই জাগতিক আসক্তি ত্যাগ করতে পারব ততই আহ্বান বিশ্বস্ত ভাবে চলতে পারব। তাই আহ্বান পরিবার থেকে আসলেও আহ্বানের জীবন পরিবার থেকে আলাদা বা ভিন্ন।

পরিশেষে বলতে পারি যে, আহ্বানে সাড়া দান হলো যিশুর চরণে নিজেকে নিঃশর্তে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেওয়ার মধ্যদিয়ে মানব সেবার তরে নিজেকে বলি দেওয়া। আমরা যেমন গানের সাথে বলে থাকি যে, "যিশুর নামে জীবন সঁপেছি, যিশুর পথে আমি চলি। করবো না ভয়, করবো না ভয়, যিশু পথে নাহি পরাজয় করবো না ভয়, করবো না ভয়" *(গীতাবলী ১১৮০)*। ৯

(১৭ নং পৃষ্ঠায় বাকি অংশ)

বৃদ্ধ অটোরিক্সা চালকের দৈনন্দিন জীবনাবস্থা উল্টে-পাল্টে দেখি, কত কঠিন জীবনযাত্রা তার, অসহনীয়। স্বামী হয়ে স্ত্রীকে যত্ন করা, বাবা হয়ে সন্তানদের স্নেহ-ভালোবাসা দেয়া এবং পরিবারের সদস্যদের চাহিদা বা ভরণপোষণ মেটানো খুব কষ্টের। এখন তো বয়স্ক বাবা, আগের মতো গাঁয়ে শক্তি নেই, ভীষণ ক্লান্ত, ভেঙ্গে পড়া দেহে কর্মক্ষমতার অভাব, সে কিছুতেই দিনভর কর্ম করতে সক্ষম না। উপায় নেই, এভাবে জীবনের প্রত্যেকটি সন্ধ্যা পার করেন। কিন্তু যারা অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ, তারা ইচ্ছা করলে কিছু দিতে পারে, কিন্তু আগ্রহী নয়। আজ চলুন না, তাদের সুখ পাওয়ার পথ দেখায়। ৯

ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে

মিরপুর সেনপাড়া পর্বতা একটি ১২শ ৩০ স্কায়ার ফিট ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
০১৮০৫-২১৯৫১১

বিজ্ঞ/৮৫/২৬

শোক সংবাদ

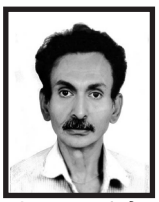

প্রয়াত দিপু মার্টিন গমেজ

জন্ম: ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
শুলপুর ধর্মপল্লী

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বিতরণকারী শুলপুর বরইহাজি গ্রামের দিপু মার্টিন গমেজ গত ১২ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার হঠাৎ চলে যাওয়ায় তার নিজ পরিবারের সাথে সাথে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পরিবারও খুবই মর্মাহত।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে তার আত্মার চির শান্তি কামনা করি ও শোকার্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

-সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বৃদ্ধ অটোরিক্সা চালক

ফাদার যোসেফ মুরমু

শহর বা গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বৃদ্ধ অটো রিক্সাচালকদের কঠিন শ্রমের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। শহর-গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তাদের কর্ম সংগ্রামের চিত্র মুখোমুখি হতে হয়। এমন বৃদ্ধ অটো চালকদের দৃশ্য দেশের যে কোন প্রান্তেই দেখা মেলে। বৃদ্ধ অটোচালকদের কারোর পরিচয় পরিচিতি জানা নেই। তবুও এই বৃদ্ধ অটো চালককে অর্থ সাহায্য দেয়ার ইচ্ছা হয়তো জাগে কিন্তু সুযোগ না থাকায় দেওয়া সম্ভব হয় না, ক্ষতি নেই, ব্যক্তির জন্যে সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া প্রার্থনা করলেই যথেষ্ট। মনের কষ্ট অনুভব থেকে কখনো সরিয়ে না নিলেই বাঞ্চনীয়।

অনেক অনেক বৃদ্ধ অটো রিক্সাওয়ালার কঠিন কষ্ট দেখে চুপ না থেকে, তাদের কষ্টের কথা সংসারের মানুষের কাছে স্বল্পপরিসরে লেখে জানাতে প্রয়োজনবোধ করলাম। সত্যি কথা কি, এই লেখাটি কোন কল্পনা নয়, এটি সত্য এবং বাস্তব চিত্র। এ লেখার মধ্যে রসালো কোন কথা যুক্ত নেই, বরং কষ্টের ক্রন্দনই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাই সত্য চিত্র তুলে ধরলাম যদিও সবারই জানা বা দৃষ্টিতে আসে, তবুও কারোর সহানুভূতি কামনা করছি না, শুধুমাত্র তাদের প্রতি মানবিক হওয়া ও দোয়া প্রার্থনা করার জন্যই সবার কাছে আহ্বান করছি।

শহরে-বন্দরে বা গ্রাম-গঞ্জের কাঁচা রাস্তায় সকাল থেকেই দু'হাত দিয়ে অটো-রিক্সার হেন্ডেল ধরে দিনব্যাপী এ গলি- ও গলি চালাতে হয় বৃদ্ধ ব্যক্তিদের। এতে সংসারে ডাল ভাতের ব্যবস্থা হয়, পকেটে টাকা খুব বেশী জমা হয় না, কারণ রাস্তায় অন্য অটোচালকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে না পারার জন্যে এই অবস্থা। বৃদ্ধ বয়সের ভারে শ্রান্ত বলে মধ্যবয়স্ক বা যুবদের মতো রিক্সা টানতে পারে না, বৃদ্ধ অটোওয়ালার সারা দিনের ইনকাম সামান্য। তবুও হাল ছাড়ে না বৃদ্ধ অটোওয়ালা, মাথায় যে সংসারের সুখ-দুঃখের চাপ ঘুরপাক খায়, তাই অটো চালাতেই হবে। দিনের শেষে রোজগারের অল্প টাকা পয়সা নিয়ে বাড়িতে হাজির হয়, সহধর্মীর হাতে তুলে দিয়ে পিড়াতে বা প্লাস্টিক চেয়ারে চেপে বসে একরাশ দম টেনে, চা-নাস্তার কমান্ড দেয়, পেয়ে যায়, তারপর মনে প্রশান্তি। মাথায় কঠিন চিন্তা, ঘরে যে ছেলে-মেয়ে রয়েছে, তাদের প্রত্যাশা পূরণ করা বাবার রোজগারে নির্ভরশীল, এতেই তাদের সুখ-দুঃখের শক্তি দেয়। ছেলে-মেয়ে বাবার ইনকামে চলতে প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং বাবার কঠিন পরিশ্রম ও সামর্থ স্বীকৃতি দেয়।

অটো রিক্সাচালক, অটো মালিকের কাছ থেকে পুরাতন অটো স্বল্প টাকা জমা দেয়ার শর্তে গোটা দিনের জন্যে বা যতদিন সম্ভব দিনভর শহরে বা গ্রামের কাঁচার রাস্তার অলিতে গলিতে দু/এক যাত্রী চড়িয়ে কিছু টাকা অর্জনের জন্যে অন্য এলাকাতে যাত্রীকে বহন করে নিতে হয়, মাত্র পরিবারে শান্তি বজায় রাখার জন্যই, সুখের জন্যে, এই অর্থ রোজগারের নিমিত্তেই অটো রিক্সা ভাড়া নেয় বৃদ্ধ অটোওয়ালা। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রশ্ন করে জেনেছি কত রোজগার হয় সূর্য উঠা থেকে সন্ধ্যে অবদি? ওরা বলে 'দিনের শেষে অটোর মালিককের হাতে তিন (৩০০/৪০০) টাকা বুঝিয়ে দিয়ে যা থাকে, তাই তার দিনের রোজগার। তাতেই পরিবারে স্ত্রী পুত্র-কন্যাকে কোন রকমে খাওয়া যুগিয়ে দিতে হয়, মেয়ে-ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে চেষ্টা করে। তবে এই বৃদ্ধ অটোচালক যুব বা মধ্য বয়স্ক চালকদের মতো দৈহিক সক্ষমতা নেই, সারাদিনই অটো চালাতে চেষ্টা করে কিন্তু দেহে কুলোয় না বলে ক্ষানিকটা সময় চা দোকানের সামনে অটো থামিয়ে এক কাপ চা পান করে, দম নিয়ে আবার অটো চালাতে শুরু করে। কয়েক জনের সাথে আলাপে জানা গেল, অসুখে পড়লে, একবেলা কোন রকম খাওয়া খেয়ে দিন বা রাত কাটাতে হয়। আরো জানা গেল, যতদিন শরীরে শক্তি আছে, ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকে। এ কঠিন জীবনাবস্থা দেখেছি শহর বন্দরে। কখনো কখনো কোথাও গেলে অটো থেকে নেমে দশ/বিশ টাকা ভাড়ার সাথে বাড়তি টাকা দিয়ে দেই, দয়া দেখার জন্য নয়, বরং তার পরিশ্রমকে সমর্থন করার জন্য। এই বয়স্ক অটো চালকেরা কখনো বাড়তি টাকা দাবি করে না। তাদের মানসিকতায় আঘাত লাগে বলে বাড়তি পয়সা পাওয়ার প্রত্যাশা করে না। অভাবের কঠিন অসহায় দৃষ্টি উকি মারলেও, মানুষের কাছে হাত পেতে বাড়তি অর্থ চাওয়াটা হীনমন্যতার পরিচয় অনুভব করে।

অনেকবার ন্যায্য ভাড়া চাইতে গিয়ে অটো চালকদের ভদ্রলোকের গালমন্দ খেতে হয়। কখনো জোর করে ভদ্রলোক ন্যায্য পাওয়া না দিয়ে দশ/পাঁচটা হাতে বুঝিয়ে সোজা ঘরে চলে যায়, বেচারা বৃদ্ধ অটোচালকদের ভাড়াটিয়ার কাছে ন্যায্যটা দাবি করলে গালমন্দ খেতে হয়। বৃদ্ধ অটো চালকদের এই বুঝি ন্যায্য পাওনা? কেন জানি ভদ্রলোকেরা অটোচালকদের প্রতি এমন আচরণ করে, আমার মাথায় ধরে না। ভদ্রলোকের দামী সিগারেট খাওয়ার পয়সা জুটে, কিন্ত অসহায় অটোচালকের প্রতি কেন অনৈতিক আচরণ, ভাবা যায় না, কেন এমন করি আমরা ভদ্রলোকেরা? চালকের ন্যায্য ভাড়া পরিশোধ করা নৈতিক দায়িত্ব, ধর্মেরও দায়িত্ব। সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক ব্যক্তিকে মানবতা, ন্যায্যতা ও সদয় হওয়ার গুণাগুণ দিয়েছেন, তা যদি জেনেশুনে সৃষ্টিকর্তার আর এক সন্তানকে অবজ্ঞা করা হয়, তা হলেতো গুণাহ হবে, মানব সন্তানকে অবজ্ঞা করা হবে, বৃদ্ধ বয়স নিয়ে যতদিন বেঁচে থাকার অধিকার ছিল তাও আমরা কমিয়ে দেয়, চালককে নিঃসঙ্গ করে দেয়, চালকের কাজ করার যতটুকু দম ছিল তাও ফুরিয়ে যায়, ফলে মনোভাবে ভদ্রলোকের প্রতি ঘৃণা জন্মায়, দোয়া করার শক্তি বিনাষ হয়, ক্লান্তি ভরা মন সৃষ্টির জন্য আমাদের আচরণেই দায়ী। তাহলে ন্যায্যতা নিজের মধ্যে জমিয়ে রাখলে কি লাভ হবে? সংগোপনে বৃদ্ধ অটোচালকদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিধ্বনি হবে যতবার এ ধরণের বৃদ্ধব্যক্তির সামনে উপস্থিত হব।

বৃদ্ধ বয়সে মধ্যবয়স্ক ও যুব অটো চালকদের দলে ভিড়তে পারে না, সক্ষমতা যে ক্ষীণ। এমনিতে দৈহিক শক্তিমান ব্যক্তির দলে বৃদ্ধ চালকদের স্থান নেই। আস্থাহীনতায় ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে ইচ্ছাও করে না, গায়ে শক্তি ও সামর্থ নেই বলে। অপর দিকে শরীর নানান রোগ-শোকে ভারাক্রান্ত। রোগ-শোকের দাপটে শরীরটা একেবারে নুয়ে গেছে। কোন সাহসে অধিক অর্থ অর্জনের আশায় ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে? একদম অসম্ভব। কিন্তু অর্থ উপার্জনের হাল ছাড়ে না বৃদ্ধ অটোচালক, যখন আর সম্ভব হচ্ছে না, তখন বাধ্য হয়ে অটো ছেড়ে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এই সত্যটাই জানা যায় তার কঠিন জীবনের প্রেক্ষাপটে। সন্তানেরা যদি বৃদ্ধ বয়সে অটোচালক বাবাকে দেখভাল না করে, তাহলে অন্যের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কিছু চাইবে, কেননা, তার বেঁচে থাকার যে প্রবল ইচ্ছা। বৃদ্ধ অটোচালক বাবাকে সন্তানেরা এই শাস্তি দেয়, জেনেশুনে দেয়। এমন হয় কিছু না দিয়ে বরং উল্টো গালমন্দ দেয়, অনেকটা ঘাড় ধরে ঘরের দুয়ার থেকে বিতাড়িত করে, যা খুবই অমানবিক। এমন কঠিন কষ্টের মুখোমুখি হতে হয় বৃদ্ধ বাবাকে, সন্তানদের অপমান মেনে নিতে হয়, অথচ এই বৃদ্ধ বাবাই একদিন সন্তানকে মানুষ করেছে, কিন্তু বাবাকে মূল্য দেয় না, ঘরের চৌকাঠ পার হতেও দেয় না, দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। তাকে হেনস্থা করতে পুত্রবধুও যোগ দেয়। দেখা যাচ্ছে, সন্তানদের যেন মানবতা লোপ পেয়ে গেছে, এখন সন্তানদের অর্থের দিকে নজর, জাঁকজমক জীবন পেতে ব্যস্ত। বৃদ্ধ বাবার করুণ দশা দেখেও পাশের পরিবার প্রতিবাদ করে না, বৃদ্ধকে সমর্থন দেয়ার আগ্রহ দেখায় না বা এগিয়েও আসে না, এই হলো বৃদ্ধ অটোচালক বাবার করুণ অবস্থা।

(বাকি অংশ ১৬ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

সহভাগিতার আনন্দ

সিস্টার অলি তজু এসসি

আকাশ আর নীল একই ক্লাসে পড়ে। আকাশ খুব সচ্ছল পরিবারের ছেলে। প্রতিদিন তার মা তাকে দামী টিফিন বিস্কুট, কেক কিংবা স্যান্ডউইচ দেয়। অন্যদিকে নীল খুবই সাধারণ ঘরের ছেলে। তার টিফিন বক্সে প্রায়ই থাকে শুধু দু'টো রুটি আর সামান্য সবজি, কোনো কোনোদিন আবার শুধু মুড়ি। আকাশ নীলকে খুব পছন্দ করে, কিন্তু সে দেখত টিফিনের সময় নীল সবসময় একা এক কোণে বসে পড়ে, কাউকে তার টিফিন দেখায় না। আকাশ বুঝতে পারল যে, নীল বোধহয় লজ্জায় তার সাধারণ খাবার কাউকে দেখাতে চায় না।

একদিন আকাশের খুব ইচ্ছে হলো টিফিনের সময় সে নীলের সাথে টিফিন ভাগ করে খাবে। যেই ভাবনা সেই কাজ, সে চুপিচুপি নীলের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল নীল তার টিফিনের রুটিগুলি ছোট ছোট টুকরো করে জানালার কার্নিশে ছড়িয়ে দিচ্ছে আর এক ঝাঁক চড়ুই পাখি কিচিরমিচির শব্দে সেই রুটিগুলো খাচ্ছে। আর নীল নিজে মাত্র এক টুকরো রুটি মুখে দিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসছে। আকাশ অবাক হয়ে গেল, সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "নীল তুই নিজে না খেয়ে এই পাখিদের কেন দিচ্ছিস? তোর তো খিদে পেয়েছে!" নীল হাসি মুখে বলল, "জানিস আকাশ, এই পাখিরা তো কারো কাছে গিয়ে খাবার চাইতে পারেনা। ওদের খাওয়া দেখে আমার নিজের পেট ভরে যায়। জানিস, মা বলে, ভাগ করে খেলে খাবার কমে না, বরং আনন্দ বাড়ে।" আকাশ তার দামী স্যান্ডউইচটা বের করে নীলের সামনে ধরল। বলল, "আজ থেকে আমরা দু'জন মিলে টিফিন খাব, তুই অর্ধেক আর আমি অর্ধেক।" নীল প্রথমে ইতঃস্তত করলেও আকাশের জোরাজোরিতে রাজি হলো। আকাশ বুঝতে পারল প্রতিদিন একা একা দামী টিফিন খেয়ে সে যে আনন্দ পেত, আজ নীলের সাথে সাধারণ খাবার ভাগ করে খেয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পাচ্ছে। বুঝতে পারল দামী খাবার খেলেই বড় হওয়া যায় না, বড় হওয়া যায় বড় মনের মানুষ হলে। বিকেলে বাড়ি ফিরে আকাশ তার মাকে বলল, কাল থেকে যেন তাকে দুটো স্যান্ডউইচ দেয়। মা অবাক হয়ে বললেন, "কেন রে, তোর কি খিদে বেশি লাগে?" আকাশ হেসে বলে, না মা, একটা আমার পেটের জন্যে, আর অন্যটা আমার মনের আনন্দের জন্য।

মূলকথা: প্রকৃত সুখ-আনন্দ দামি জিনিসের মধ্যে থাকেনা, থাকে অন্যের সাথে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে। নিজের জন্য বাঁচলে শুধু পেট ভরে, কিন্তু অন্যের কথা ভাবলে মন ভরে।

বাইবেল নিয়ে অজানা তথ্য

১) বাইবেল কী?

উত্তর: বাইবেল মূলত খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে ৬৬টি ভিন্ন বইয়ের সংকলন, যা ১,৬০০ বছরের বেশি সময় ধরে লেখা হয়েছে।

২) বাইবেল কয়টি ভাষায় রচিত?

উত্তর: তিনটি ভাষায় রচিত: মূল বাইবেল হিব্রু, আরামাইক এবং গ্রীক ভাষায় লেখা।

৩) বাইবেল কত খ্রিস্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত করা হয়?

উত্তর: প্রথম মুদ্রিত বই: ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে।

৪) বাইবেলে অনুমানিক কত শব্দ আছে?

উত্তর: বাইবেলে প্রায় ৬,১১,০০০-এর বেশি শব্দ আছে।

৫) বাইবেলে সবচেয়ে ছোট পদ কোনটি?

উত্তর: বাইবেলের সবচেয়ে ছোট পদ হলো "যীশু কাঁদলেন" (যোহন ১১:৩৫)।

৬) শ্রমিকদের প্রতিপালক কোন সাধু?

উত্তর: সাধু যোসেফ ।

৭) সাধু যোসেফ কিসের পৃষ্ঠপোষক সাধু?

উত্তর: রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতে, সাধু যোসেফ হলেন সার্বজনীন গির্জার পৃষ্ঠপোষক সাধু।

৮) কাকে "পবিত্র পরিবারের রক্ষক" বলা হয়?

উত্তর: সাধু যোসেফকে "পবিত্র পরিবারের রক্ষক বলা হয়, কারণ তিনি ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত হয়ে যিশু ও মারীয়াকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি তাই তাঁকে 'পবিত্র পরিবারের রক্ষক' বলা হয়।

তথ্য: ইন্টারনেট

এক বৈশাখী ঝড়ে

আন্তনী ইভান্স গমেজ

এক বৈশাখী ঝড়ে।
গাছ থেকে আম টাপুর টুপুর পরে
আমাদের বন্ধুদের মনের বাসনা হল।
আমরা আম কুড়াবো বস্তা ভরে ভরে।
ওপাশ থেকে বাড়িওয়ালা বলে।
এই দুষ্টু ছেলেরা।
তোমরা হঠাৎ কোথা থেকে এলে।
এটা দেখে দৌড় দিলাম
আমরা সবাই মিলে
আমাদের দৌড় দেখে
বাড়িওয়ালা লাঠি নিয়ে দৌড় দিল
আমাদের দৌড়ের তালে তালে,
আজও আবার বৈশাখ মাস ঝড় এলে,
এই কথাটি সবসময় মনে পড়ে।

জীবন আহ্বান

ব্রতীয় জীবনের পবিত্র আহ্বান,
ভালোবাসায় ভরে উঠুক প্রতিটি প্রাণ।
সেবার পথে চলি হৃদয় উজাড় করে,
মানুষের দুঃখে দাঁড়াই পাশে ধরে।
প্রার্থনার আলো জ্বলে দিনরাত,
ঈশ্বরের প্রেমে গড়ি জীবনের পথ।
ত্যাগের আনন্দে জীবন হোক দান,
মানবসেবায় ফুটুক স্বর্গীয় সম্মান।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

কথা গমেজ

আমি কোনো রাজনীতিবিদ নই, আমি মঙ্গলসমাচারের কথা বলি

যুদ্ধবন্ধে পোপ চতুর্দশ লিও'র আহ্বান ও অবস্থান

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও'র কিছু বিবৃতি নিয়ে চটকদার কিছু শিরোনামে খবর প্রকাশ করে। যেখানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও পোপ চতুর্দশ লিওকে প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপনের একটা প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়। আসলে পোপ হলেন একজন ধর্মীয় নেতা ও গুরু যিনি সর্বদা সর্বজনীন মানবকল্যাণ ও শান্তির কথা বলেন এবং অন্যকেও শান্তি স্থাপনে আহ্বান রাখেন। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাজনৈতিক নেতা এবং একটি নির্দিষ্ট দেশের প্রধান। সঙ্গতকারণেই তিনি তার দেশের স্বার্থ ও প্রাধান্য বিবেচনা করেন প্রথম। পোপ চতুর্দল লিও জন্মগতভাবে একজন মার্কিন নাগরিক যেমনটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও। সুতরাং দেশের জন্য উভয়েরই যথেষ্ট দরদ ও ভালোবাসা রয়েছে তা নিদ্বির্ধায় বলা যায়। তবে পোপ মহোদয় সর্বজনীন। তিনি বিশ্বজনীন মণ্ডলীর প্রধান। তিনি একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। তাই তাঁর চিন্তা সকলকে নিয়ে ও নীতি সর্বজনীন। ফলশ্রুতিতে যারা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও পোপ লিও'র বিবৃতি পড়ে ও শুনে তা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছেন, তারা ভুল করছেন। আসলে এখানে নীতির পার্থক্য থেকেই দু'জনের অবস্থান ভিন্নধর্মী।

ভাটিকান নিউজ যারা অনুসরণ করেন, তারা সহজেই জানতে পারেন যে, পোপগণ সর্বদা শান্তির স্বপক্ষে স্বোচ্চার। প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সকল প্রটোকল ভেঙ্গে রোমে অবস্থিত রাশিয়ার দূতাবাসে গিয়ে অনুরোধ করেন, যেন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ হয়। ঠিক একইভাবে পোপ চতুর্দশ লিও'ও বার বার যুদ্ধ বন্ধ করে সংলাপের মধ্যদিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত নিরসন করতে আহ্বান করেন। এ বছর ইস্টারের আগে ৩১ মার্চ কাস্তেল গান্দলফোতে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও বিশ্বনেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আলোচনার টেবিলে ফিরে এসে সংলাপে বসুন। যে সহিংসতা আমরা উস্কে দিচ্ছি তা কমানোর উপায় ও সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজি। বিশেষ করে এই ইস্টারে যেনো আমাদের অন্তরে শান্তি বিরাজ করতে পারে। তিনি আরো বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্প্রতি জানিয়েছেন যে তিনি যুদ্ধ শেষ করতে চান। আশা করি তিনি যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার একটি পথ খুঁজছেন এবং একইসাথে সহিংসতা ও বোমাবর্ষণের পরিমাণ কমানোর উপায় খুঁজছেন। যা মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্যস্থানে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান ঘৃণা দূর করতে বিশেষ অবদান রাখবে। পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন, আমরা শান্তির জন্য নিরন্তন আবেদন করে যাচ্ছি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেক মানুষ ঘৃণা, সহিংসতা এবং যুদ্ধকে প্রচার করতে চায়। যুদ্ধের শিকার যারা আসুন আমরা তাদের জন্য প্রার্থনার করি। যেনো সত্যিই নতুন ও নবায়িত শান্তি আসে, যা সকলকে নতুন জীবন দিতে পারে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পোপ মহোদয়

বলেন, ইস্টারের সম্মানেই যেনো যুদ্ধবিরতি শুরু হয়।

গত ৮ এপ্রিল বিশ্বাসী ভক্তদের সাথে সাধারণ সাক্ষাৎ দিবসে পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও ৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় ঘোষিত মধ্যপ্রাচ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধ রিরতিকে স্বাগতম জানিয়েছেন এবং সংঘাতের অবসান ঘটাতে সংশ্লিষ্ট সকলকে দীর্ঘস্থায়ী সংলাপে বসতে আহ্বান করেছেন। একইসাথে ১১ এপ্রিল শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে বিশ্বের সদিচ্ছাসম্পন্ন সকলকে অনুরোধ করেছিলেন।

শান্তির জন্য আয়োজিত বিশেষ প্রার্থনা সভায় পোপ চতুর্দশ লিও বিশ্ব নেতাদের যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং সংলাপের টেবিলে বসতে একান্ত অনুরোধ রাখেন। তবে সে সংলাপ টেবিলে যেনো অস্ত্রসস্ত্র কেনাবেচা এবং প্রাণঘাতী সিদ্ধান্ত নেওয়া না হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, মণ্ডলী সবসময় শান্তির আহ্বান জানিয়ে যাবে এবং ভুল বোঝাবুঝি কিংবা অবহেলা-অবজ্ঞার সম্ভাবনা থাকলেও যুদ্ধের যুক্তিকে প্রত্যাখান করে যাবে। কেননা মণ্ডলী সবসময়ই মানবিক কর্তৃত্বের চেয়ে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন, আমি যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও সংঘাতকবলিত এলাকার শিশুদের কাছ থেকে অনেক চিঠি পাই। যেখানে ফুটে উঠে ভয়াবহতা ও অমানবিকতার বিবরণ। আসুন আমরা শিশুদের কণ্ঠস্বর শুনি।

শান্তির জন্য প্রার্থনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ অংশগ্রহণ করে। আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের সমাধি থেকে আনা 'শান্তির প্রদীপ' (Lamp of Peace) এর শিখা থেকে বিভিন্ন মহাদেশের বিশ্বাসীরা মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করেন। প্রার্থনায় আসার জন্য পোপ মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রার্থনা হলো সেই বিশ্বাসের বহ্নিপ্রকাশ যা 'পর্বতকে সরিয়ে দিতে পারে।' প্রার্থনা আমাদের অহংবোধকে দমিত করতে পারে। অহংকার অন্যকে পদদলিত করে আর প্রার্থনা নমিত করে। প্রার্থনায় আমাদের মানবিক সম্ভাবনা ঈশ্বরের অসীম সম্ভাবনার সাথে যুক্ত হয়। প্রার্থনায় কোনো ড্রোন, তলোয়ার বা প্রতিশোধের জায়গা নেই; আছে কেবল মর্যদা, বোঝাপড়া ও ক্ষমা। পুণ্যপিতা রাষ্ট্রনেতাদের দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, এখন একটু থামুন, এখন শান্তির সময়! যেখানে অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা হয় সেই টেবিলে নয় কিন্তু সংলাপের টেবিলে বসুন। যুদ্ধকে কেবল কথায় নয়, কাজেও প্রত্যখ্যান করার দায়িত্ব সবার।

আলজেরিয়া যাবার আগে ফ্লাইটে পোপ চতুর্দশ লিও প্রথা অনুযায়ী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। এ সময় তিনি 'ট্রুথ সোশ্যাল' নেটওয়ার্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের করা মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "আমি আমার ভূমিকাকে একজন রাজনীতিকের ভূমিকা হিসেবে দেখি না। আমি কোনো রাজনীতিবিদ নই এবং আমি তার সাথে কোনো তর্কে জড়াতে চাই না।" আমি মনে করি না যে সুসমাচারের (Gospel) বাণীকে অপব্যবহার করা উচিত, যা কেউ কেউ করছেন। আমি যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে কথা বলে যাচ্ছি এবং সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শান্তি, সংলাপ ও বহুপাক্ষিকতাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছি। আজ অনেক মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, অনেক নিরপরাধ প্রাণ হারিয়ে গেছে; আমি বিশ্বাস করি কাউকে না কাউকে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে হবে যে–এর চেয়েও ভালো কোনো পথ আছে।

এরপর পোপ মহোদয় তাঁর পোপীয় দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতে দেওয়া সেই একই আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন: শান্তি। "আমি এটি শুধুমাত্র তাকে [প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প] নয়, বরং বিশ্বের সকল নেতার উদ্দেশ্যে বলছি: আসুন যুদ্ধের অবসান ঘটাই এবং শান্তি ও পুনর্মিলন ত্বরান্বিত করি।"

- তথ্যসূত্র : news.va

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের সংবিধান বিষয়ক সেমিনার

ফাদার লিয়ন রোজারিও: গত ১৭ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার, ভাওয়াল আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের উদ্যোগে পবিত্র ক্রুশ পালকীয় সেন্টার, ভাদুনে "ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের সংবিধান বিষয়ক সেমিনার" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে ভাওয়াল অঞ্চলের প্রত্যেকটি ধর্মপল্লী থেকে পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল-পুরোহিত, পালকীয় পরিষদের সহ-সভাপতি, সেক্রেটারী এবং অন্যান্য সদস্য/সদস্যা'সহ প্রায় ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সেমিনার শুরু হয়। ভাওয়াল আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সভাপতি ফাদার স্টেনিসলাউস গমেজ শুরুতে শুভেচ্ছা বাণী রাখেন। পবিত্র ক্রুশ পালকীয় সেন্টারের পরিচালক ফাদার জেমস্ ক্রুশ সিএসসি সেন্টার সম্পর্কে ক্ষুদ্র সহভাগিতা করেন। "ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের সংবিধান বিষয়ক সেমিনার" এই বিষয়ের উপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের জুডিশিয়াল ভিকার ফাদার মিন্টু এল. পালমা সহভাগিতা করেন। তিনি খুব সুন্দর ভাবে মণ্ডলী কি, পালকীয় পরিষদের উদ্দেশ্য কী, পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত হবে, এর গঠনতন্ত্র কী, পরিষদের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব কী, নির্বাহী কমিটি, উপ-কমিটি কী ও এর কার্যক্রম বিষয়গুলোর বিস্তারিত সহভাগিতায় তুলে ধরেন। এরপর সংবিধান বিষয়ক প্রশ্ন-উত্তর পর্বে সদস্য/সদস্যাগণ আরো পরিষ্কার হওয়ার জন্য তাদের প্রশ্নসমূহ তুলে ধরেন এবং ফাদার মিন্টু তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। এরপর সভাপতি ফাদার স্টেনিসলাউস গমেজ সকলকে ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে পালকীয় পরিষদের সদস্য-সদস্যাদের, প্রত্যেক ধর্মপল্লী থেকে আগত সহকারী পুরোহিত ও পাল পুরোহিতগণ, আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারী ফাদার লিয়ন রোজারিও, সেন্টারের পরিচালক ফাদার জেমস্ ক্রুশ সিএসসি-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সমন্বিত মানব উন্নয়ন কমিশন। শেষে স্বর্গের রাণী' প্রার্থনা বলার মধ্য দিয়ে সেমিনার শেষ হয়।

আঠারোগ্রাম আঞ্চলিক খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার পাঠ্যসূচি ও পাঠদান সহায়ক কর্মশালা

ফাদার তন্ময় যোসেফ কস্তা: গত ১৭ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার আঠারোগ্রাম আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের উদ্যোগে এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল কমিশন এর সহায়তায় সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার গীর্জা, গোল্লা ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার পাঠ্যসূচী ও পাঠদান সহায়ক এর উপর এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে আঠারোগ্রাম অঞ্চলের সকল ধর্মপল্লী ও কেন্দ্র থেকে স্কুলের শিক্ষক, শিশুমঙ্গলের এনিমেটর, পালকীয় পরিষদের সদস্য ও আগ্রহী ভক্তজনেরা অংশগ্রহণ করেন। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সারাদিন ব্যাপী এই কর্মশালার আরম্ভ হয়। প্রথমেই বাইবেল কমিশন সকলকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর আঠারোগ্রাম আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সভাপতি মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তিনি বাইবেল কমিশন থেকে যারা কর্মশালা পরিচালনা করতে এসেছেন তাদেরকে ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলের উদ্দেশে বলেন যে, এই ধরনের কর্মশালা আমাদের সকলের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। এর মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের বিশ্বাসকে যেমন দৃঢ় করতে পারব তেমনি অন্যদের বিশ্বাস বৃদ্ধিতেও সাহায্য করতে পারব। এরপর বাইবেল কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার শিপন পিটার রিবেরু ২ ভাগে উপস্থাপনা করেন। তিনি তার উপস্থাপনায় কাথলিক মণ্ডলীর মৌলিক বিশ্বাস, খ্রিস্টমণ্ডলীর জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা, উপাসনা ও উপ-উপাসনা, সংস্কার ও উপ-সংস্কার ও পবিত্র ঐতিহ্য এবং বাইবেল পরিচিতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। এছাড়াও দলীয় আলোচনা, মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্ন উত্তর পর্ব রাখা হয়। দুপুরে আহারের ব্যবস্থা করা হয় এবং বিকালে চা চক্রের মধ্য দিয়ে এই কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত কর্মশালায় ফাদার, সিস্টার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিশুমঙ্গল এনিমেটর সহ মোট ৯৭ জন অংশগ্রহণ করেন। যারা যারা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন তারা সকলেই আরো বেশী করে এই ধরণের কর্মশালার আয়োজন করার প্রস্তাব রাখেন।

যাজক ও ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের পাক্ষা পুনর্মিলনী ও সহভাগিতা সেমিনার

ফাদার স্বপন পিউরীফিকেশন: নবাই বটতলা ধর্মপল্লীতে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মধ্য ভিকারিয়ায় সেবাদানরত ফাদার ও সিস্টারদের জন্য 'পুনরুত্থিত খ্রিস্টে আনন্দপূর্ণ পালকীয় সেবাকাজ' মূলসুরের উপর পাক্ষা পুনর্মিলনী ও সহভাগিতা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ এপ্রিল রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যাজকীয় ও ব্রতধারী-ধারিণীদের জন্য কমিশনের উদ্যোগে এই সেমিনার আয়োজন করা হয়। মধ্য ভিকারিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবারত ৪৪ জন ফাদার-ব্রাদার ও সিস্টার অংশগ্রহণ করেন। অতিথিদের আসন গ্রহণ, পুনরুত্থান প্রদীপ প্রজ্বলন ও প্রার্থনার মাধ্যমে সেমিনার শুরু হয়। এরপর কমিশনের সেক্রেটারী ও নবাই বটতলা ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার স্বপন পিউরীফিকেশন শুভেচ্ছা বক্তব্যসহ সেমিনারের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এরপর মূলসুরের উপর আলোচনা করেন ধর্মপ্রদেশের চ্যান্সেলর ও আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার প্রেমু রোজারিও। তিনি বলেন, যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে সেবাকাজ শুধু দায়িত্ব নয় বরং খ্রিস্টের সাথে এটি আনন্দপূর্ণ যাত্রা। যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে সেবাকাজ হলো খ্রিস্টে আনন্দ উপলব্ধি করে সেবাকাজ করা। আনন্দপূর্ণ সেবাকাজ বলতে শুধু হাসি-খুশি জীবনকে বুঝায় না বরং বুঝায় ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস নিয়ে কাজ করা। উন্মুক্ত আলোচনায় ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ পালকীয় সেবাদান করতে গিয়ে জীবনের আনন্দপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও ঘটনা সহভাগিতা করেন।

তথ্যসূত্র: বন্দেদূত

LAMB – Employment Opportunity

LAMB is a well-run major mission **Hospital, Community Health Development, Training** and **Research** organization. Services cover more than 6.3 million people in North West Bangladesh.

There is a vacancy for the following contractual position under the Community Health and Development Program (CHDP).

Position: Technical Specialist – Health and Education **Post: 1 (Female)**

Job Summary: The Technical Specialist – Health and Education will communicate and coordinate closely with Government Health Officials and CHDP/Hospital teams. She will lead and support fistula-related seminars, workshops, and diagnostic camps, and work in close collaboration with the hospital fistula team. The role involves participation in clinical fistula diagnosis, fistula camps, and the delivery of patient care in both OPD and IPD settings. She will also serve as a member of the Nursing and Midwifery faculty team.

Essential Requirements: MBBS with a valid BMDC license/registration. A minimum of 3 years of overall clinical practice experience is required, including at least 1 year in gynecology. Experience in public health or community development (5 or more years) is essential. The candidate should demonstrate enthusiasm for continuous learning, teaching and clinical practice in a hospital setting.

Age: Maximum 45 years, but flexible for an experienced candidate.

Salary: Minimum Tk. 64,000 per month gross but negotiable based on experience. Other benefits include, medical benefit, provident fund, festival allowance once per year, and critical illness and death benefit.

Job Location: Rangpur and Rajshahi Division.

Qualified candidates are requested to apply with a cover letter along with an updated CV (mentioning two references name), all educational & experience certificates, NID and recent passport size photograph to the **HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh**; alternatively, email to **hrjobs@lambproject.org;** Please mention the position name on top of the envelope or with the subject line of the email.

Application Deadline: 30 April 2026.

N.B. Only shortlisted candidates will be notified. Any kind of persuasion will be considered as disqualified.

LAMB authority holds the right to accept or reject any or all applications without giving any reasons.

LAMB is a smoke-free organization.

"At LAMB we are committed to zero tolerance of the abuse or exploitation of children and vulnerable adults."

Follow us: bdjobs.com Shomvob LinkedIn **www.lambproject.org**

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় That all may have abundant life | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন Integrated Rural Health and Development

বিজ্ঞ/৮৭/২৬

সমাজ বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক ১৯তম ডিপ্লোমা কোর্স

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (সিডিআই) ***আগামী জুলাই ০১ থেকে সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ*** পর্যন্ত সমাজ বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন (Social Analysis and Development) শীর্ষক তিন মাস ব্যাপী ১৯তম ডিপ্লোমা কোর্স আয়োজন করতে যাচ্ছে।

যারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন

খ্রিস্টান যুব নেতৃবৃন্দ, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং উন্নয়ন কর্মী এ কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক পাশ। তবে সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজে যারা অভিজ্ঞ তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। তবে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের এ কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে না।

কোর্সের উদ্দেশ্য: এ কোর্স শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা ও অন্যান্য ধর্মের মূল শিক্ষা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- পরিবর্তিত বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- দরিদ্রতার কারণ বিশ্লেষণ,সরকারি-বেসরকারিভাবে দরিদ্রতা নিরসনের উদ্যোগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- উন্নয়নের ধারণা এবং উন্নয়নের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- কমিউনিটি উন্নয়ন, জনসংগঠন, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মানবাধিকার সংরক্ষণের উপায় চিহ্নিত করতে পারবেন;
- জেন্ডার বৈষম্যের কারণ বিশ্লেষণ, সমাজে এর প্রভাব এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় করণীয় দিক চিহ্নিত করতে পারবেন;
- প্রকল্প পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক উন্নয়ন বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবেন।
- এ্যাডভোকেসী ইস্যু চিহ্নিতকরণ এবং এ্যাডভোকেসী ক্যাম্পেইন ডিজাইন করতে পারবেন।
- বিভিন্ন কমিউনিটিতে অবস্থানের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে কমিউনিটি প্রোফাইল তৈরী করতে পারবেন।

কোর্সের বৈশিষ্ট্য

- অভিজ্ঞ ও দক্ষ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সহায়ক হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন;
- আধুনিক অংশগ্রহণমূলক বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়;
- বিভিন্ন বিষয়ে এ্যাসইনমেন্ট লেখার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের বিশ্লেষণধর্মী প্রতিভার বিকাশ ঘটে;
- বিতর্ক প্রতিযোগীতা, সৃষ্টিশীল কার্যক্রম, যৌথ অনুসন্ধানী কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিক্ষা সফর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়;
- কোর্সটি সম্পূর্ণ আবাসিক;
- অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার-এর সুব্যবস্থা আছে; এবং
- কোর্স শেষে অংশগ্রহণকারীদেরকে সনদ প্রদান করা হয়।

স্থান

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (সিডিআই), ২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা -১২১৭।

কোর্স ফি

জন প্রতি কোর্সের সর্বমোট খরচ হবে **৭৫,০০০ টাকা**। তবে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র/ছাত্রীদের **ক্ষেত্রে ৬৫% পর্যন্ত** স্কলারশীপের ব্যবস্থা করা যাবে।

আসন সংখ্যা সীমিত। তাই স্থানীয় পাল-পুরোহিতের প্রত্যয়নপত্রসহ নিম্ন ঠিকানায় **আগামী মে ২৫, ২০২৬ তারিখের** মধ্যে কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উল্লেখ্য কোর্স নিবন্ধন ফরম সিডিআই ওয়েবসাইট (**https://www.caritascdi.org/notice.html**) থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

থিওফিল নকরেক
পরিচালক
কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট
২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা - ১২১৭।

বিজ্ঞ/৮৬/২৬

অনন্তলোকে সপ্তম বর্ষ

বেনেডিক্টা গমেজ
জন্ম: ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসায় স্মরি তোমায়
মিস. বেনেডিক্টা গমেজ (বেনাদী দিদি)

হে মহাজীবন, হে মহামরণ ... আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা ...

তোমার চলে যাওয়ার সপ্তম বছর।
মহামরণ তোমার মহাজীবনকে মহিমান্বিত করেছে। ম্লান করতে পারেনি কখনও।
জীবনকালে তুমি জ্বেলেছ প্রদীপশিখা, পরিয়েছ জ্যোতির টিকা বহু মানবেরে!
তুমি আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা, নিঃসীম শূন্যতার পূর্ণতা।
তুমি আমাদের বিন্দু ও মাত্রা, সকল কাজের পূর্ণতা।
নিত্যকর্মের আবাহনীতে তুমি প্রাণ-প্রেরণা, উদ্যম ও গতিশক্তি,
আমাদের ছায়াতল ও শিরোপা তুমি!
তোমার অমিয় স্নেহধারায় আমরা নিরন্তর সজীব ও সিক্ত।
তোমার আশীর্বাদ ও আদর্শ আমাদের চলার পথের পাথেয় ও আলোকনির্দেশনা।
আমাদের মনোমন্দিরে তুমি সতত জাগ্রত, পূজিত ও আরাধ্য, স্মৃতিতে ভাস্বর ও অবধারিত মননে।
তোমাকে জানাই হৃদয় নিঃসৃত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, সীমাহীন ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।
অনন্তলোকে অন্তহীন হয়ে মহাশান্তিতে থেকো তুমি পরম পিতার পুণ্য সান্নিধ্যে।

তোমার স্নেহভাজন-
ভাই ও ভাইবউ: যেরোম ও মনিকা গমেজ (মনি)
ভাইপো ও তাদের পরিবার: অজিত-মনিকা ও স্বপ্ন, অসীম-নিপা ও অংশীতা, অসিত-কাঁকন, অতসী ও সপ্তর্ষি
ভাইঝি: সিস্টার শিখা গমেজ, সিএসসি

বেনেডিক্টা ভিলা, তেঁতুইবাড়ী, পোঃ উলুখোলা, জেলাঃ গাজীপুর

বিজ্ঞ/৮৫/২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষণীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi
Youtube:@WeeklyPratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ১৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 13
Regd. No. DA-33
❖ 26 April - 2 May, 2026, ১৩ - ১৯ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সুখবর! সুখবর! সুখবর!!!

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, "যীশুর সাথে পথচলা" নামক গ্রন্থটি প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে প্রকাশ হয়েছে। লেখালেখির সুদীর্ঘ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় লেখক সিস্টার মেরী প্রশান্ত এসএমআরএ গ্রন্থটি লিখেছেন।

যীশুর সাথে পথচলা গ্রন্থটিতে যুবক-যুবতীর অন্তর্জগতের সঙ্গে ঈশ্বর, মণ্ডলী, সমাজ, সংস্কৃতি ও মানবিক দায়িত্ববোধের এক গভীর সংলাপ। জীবনের অর্থ কী এবং আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার এক আন্তরিক প্রয়াস গ্রন্থটির মূলসুর: আধ্যাত্মিকতা। তরুণ পাঠকদের জন্য এই বই এক ধরনের পথ নির্দেশনা।

আনন্দের সাথে আরও জানানো যাচ্ছে যে, সিস্টার মেরী প্রশান্ত এসএমআরএ - এর রচনায় আরও একটি গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে - "যোসেফের নিকটে যাও" নামক গ্রন্থটি প্রতিবেশী প্রকাশনীতে পাবেন। গ্রন্থটি শেষ হওয়ার আগেই অর্ডার করুন।

যোসেফের নিকটে যাও গ্রন্থটি পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক। সাধু যোসেফ আমাদের পরিবারের আদর্শ ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক। আমাদের পরিবারে আধ্যাত্মিক যাত্রায় আমাদের সহযাত্রী সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় ঈশ্বর আমাদের সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা ও আশীর্বাদ করবেন। সাধু যোসেফের বইটি পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে আমরা পরিবারে স্থাপন করতে পারব।

"যীশুর সাথে পথচলা" ও "যোসেফের নিকটে যাও" এই মূল্যবান গ্রন্থ দুটি আজই সংগ্রহ করুন। বইটি নিয়ে পড়ুন এবং অন্যদের পড়তে উৎসাহিত করুন।

বইগুলো পাওয়া যাচ্ছে -

- ❖ প্রতিবেশী প্রকাশনী, লক্ষীবাজার ও প্রতিবেশী'র সকল বিক্রয়কেন্দ্রে।
- ❖ C/O মেরী হাউজ, তেজগাঁও।

বিজ্ঞ/৮৩/২৬

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org